Missing Issues

Sundaram

Yr. 7, No. 2, 1369 B.S.

(1962)

Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 7, No.3, 1369 B.S (1962)
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: Good.
	Remarks: Single volume with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

নন্দন

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সুন্দরম্-এর
পরের সংখ্যা
মার্চ মাসের
মধ্যে
প্রকাশিত হবে।

মূল্য
দেড় টাকা।

এজেন্টরা
সুন্দরম্ অফিস
৬এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স
কোলকাতা
সেকেণ্ড ফ্লোর-এ
অবিলম্বে
যোগাযোগ
করুন।
ফোন: ২৩-৯৭৭৭

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ
* **সুধীর খাস্তগীর**
* **সুনীল পাল**
* **রবিন রায়**
* **ক্ষিতিশ রায়**
* **বাসব ঠাকুর**
* **প্রভাস সেন**
এইসব বিখ্যাত
ভাস্করশিল্পীদের
সম্পর্কে
বহু-চিত্রিত বিচিত্র
আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রলিপি ১ ২০·০০
১৮টি চিত্রের সংকলন। ৬টি ত্রিবর্ণ ও একটি চতুর্বর্ণ। কবির হস্তাক্ষরে লিখিত কবিতা ও তাহার অনুবাদ সম্বলিত।

চিত্রলিপি ২ ১৮·০০
১৫টি চিত্রের সংকলন। ৭টি ত্রিবর্ণ ও ২টি চতুর্বর্ণ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

His Early Works ১৩·০০, ১৫·০০
১৩টি রঙিন চিত্রের সংকলন। শ্রীনন্দলাল বসু লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ১·০০
ভারতশিল্পে মূর্তি ১·০০
সহজ চিত্রশিক্ষা ২·০০

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

শিল্পকথা ১·০০
রূপাবলী ১, ২ প্রতিটি ১·৫০
রূপাবলী ৩ ১·২৫
চিত্রশিল্প-শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ নির্দেশপূর্ণ ড্রইং বই।

বিশ্বভারতী
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

আপনার সঞ্চয়
বীরের সহায়

•

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেটে
লগ্নী করুন

দীপ্তি-আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

'দীপ্তি' মার্কা এনামেলের বাসন অল্পদিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

KALPANA.27.B.B

Largest

MANUFACTURERS
OF
BELTINGS
AND
HOSES

Brands
DELUXE
DURA
ATLAS
DUREX

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.
CALCUTTA · DELHI · BOMBAY · MADRAS · KANPUR · AHMEDABAD ·
HYDERABAD · KOTTAYAM · LUDHIANA

বোম্বাই সহরের একটি ছোট হোটেলে কৃষ্ণান কাজ করে। ভোর চারটেয় তাকে কাজ সুরু করতে হয়। সুদূর কেরালায় তার স্ত্রী দুটি সন্তানকে নিয়ে দিন গুজরান করে। সেখানে তাদের সামান্য কিছু জমিজমা আছে। কৃষ্ণান তাদের জন্যে প্রতি মাসেই অল্প কিছু টাকা পাঠায়। গতবারের বন্যায় তার সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়। তার চাষের বলদ দুটি বন্যার জলে ভেসে যায়, বাড়ীটিও ধ্বসে পড়ে। সেই দুর্বিপাকের সময় দেশ ঘর জমিজমাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তার তক্ষুনি দেশে ফেরা দরকার হয়ে পড়েছিল এবং বলাবাহুল্য সেই বাবদ অনেক টাকারও দরকার হয়ে পড়েছিল।
এই টাকা কৃষ্ণান পেয়েছিল লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে। ১৯৪১ সালে তার আয় যখন মাত্র মাসিক ২৫ টাকা ছিল, তখনই সে একটি ১০০০ টাকার পলিসি নিয়েছিল। সেই পলিসিতে উল্লিখিত দেয় টাকা সেই সময় প্রাপ্য হয় এবং সে সব টাকাটাই এককালীন পেয়ে গিয়েছিল। এক এক সময় কৃষ্ণান ভাবে, "ভাগ্যিস, সেই সময় বুদ্ধি করে পলিসিটা নিয়েছিলুম। এটি না নেওয়া থাকলে, না জানি এ' বিপদের দিনে কি মুস্কিলেই না পড়তুম।"

ওরা কাজ করে

* মেয়াদী বীমা — লাভসহিত।

ASP/LIC-82 Beng

জীবন বীমার
হাতে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ

made Exclusively by KOLAY

first time in India

LEMON PUFFS

Distinctive Quality

Available in Air Tight Cartons and in Special Tins.

Quality BISCUITS & CONFECTIONERY
KOLAY

KOLAY BISCUIT CO. PVT. LTD. CALCUTTA 10

Oh, it was such a triumph!
But, after the giggle and gaggle, tittle and tattle, it's blessed peace now—and in peace she recalls the few genuine purrs of admiration in the medley of 'miaows'—"Darling, what a lovely vase, perfectly divine! And that sofa, just too....too..."

Yes, they had envied the elegance, the good taste, the delightful comfort of it all....Dunlopillo.

And it's so economical too!

you'll love to relax on

Dunlopillo

any size any shape any style

DPC-128

Packet after packet
after packet . . .

THEY'RE GOOD—
THEY'RE **WILLS**

IN THE SMART INTERNATIONAL DESIGN

0·50 nP for 10

The star on every Wills packet is your guarantee of the famous W.D. & H.O. Wills quality

JWTW 339

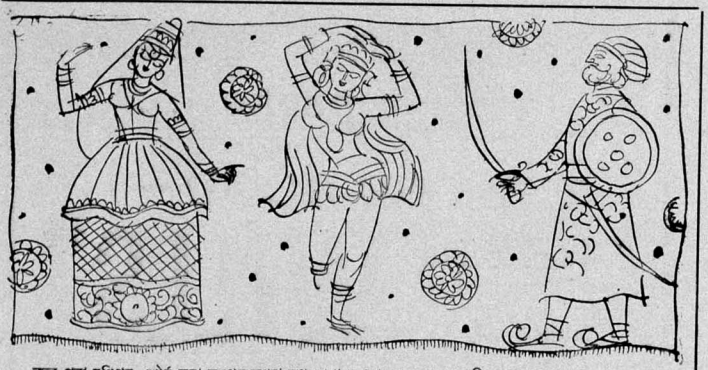

নৃত্য-পরা মণিপুর, শৌর্য-ভরা জয়পুর অথবা স্বপ্ন-মাখা কোনারক —মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো আই-এ-সি সর্বত্রই আপনাকে সত্বর পৌঁছে দেবে। এই ভাবেই সে বিশাল ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে আপনাকে নিরন্তর সাহায্য করছে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

IAC-48 BEN

কেবলমাত্র স্তম্ভপৃষ্ঠ ও প্রাচীরগাত্রের শিল্পকলাই নহে—
সুষ্ঠু স্যানিটারী ব্যবস্থা ও গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্যবোধের
অন্যতম প্রতীক

কুমারস্ স্যানিটারী এম্পোরিয়াম্

দীর্ঘদিন সুনামের সহিত স্যানিটারী প্লাম্বিং ও টিউবওয়েল
ব্যবসায়ে নিয়োজিত

১৩৮, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১২২৩ গ্রাম : কুমারস্যানিট

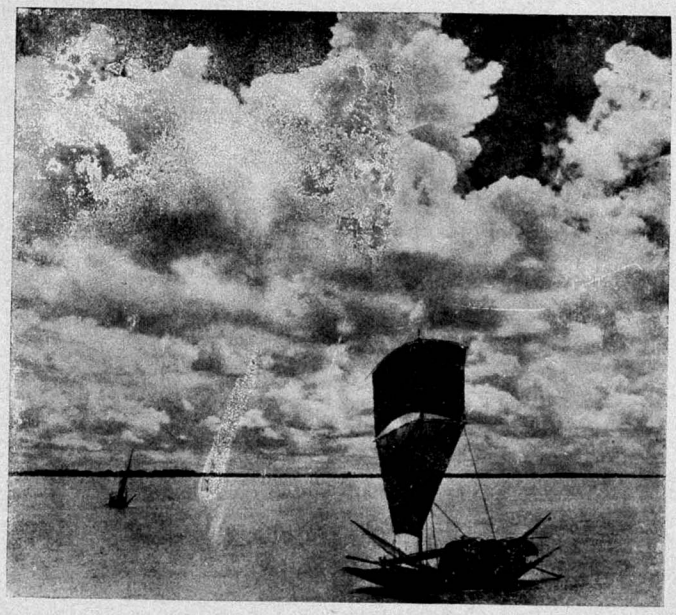

GOD'S
GOOD
GASES

The pure fresh AIR that's passing through your nose
Contains more gases than you may suppose :
And each, by Indians captured and confined,
All round the earth, does wonders for mankind.

Great OXYGEN, by which the Fish exist,
And Man emerges from the danger list,
Can talk to all of us in many a tongue—
The steel destroyer—or the iron lung—
Deep in the ocean—high in Upper Air—
The atom chamber—or the dentist's chair—
The coldest fuel—and the hottest flame :
What splendid opposites have made your name !

With apologies to A. P. HERBERT

INDIAN OXYGEN LIMITED

IOC-57

কলাইয়ের

সেরা

বাসন কিনতে হলে
এই দুটো লেবেল

দেখে কিনবেন

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ এর একমাত্র পরিবেশক
সেরামিক সেলস্ করপোরেসন লিমিটেড
২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

"চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া"

বাস্তবের এই পরিপ্রেক্ষিতে—

"লক্ষ্মীর উপাসনা"

ছেড়ে

'সুন্দরম্'-এর

কলালক্ষ্মীর সাধনা

জয়যুক্ত হোক্

এয়ার ওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
এরোনটিক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড
এয়ার সার্ভে কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
৩১ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা - ১২

বৈচিত্র্যের সমন্বয়

বিভিন্ন ও বিচিত্র সংস্কৃতির
সমন্বয় ভারতবর্ষে। হিমালয়ের
'আয়ুধ' আর পাঞ্জাবের 'ভাংরা',
গুজরাটের 'গরবা' আর বিহারের
সাঁওতালী 'শিকার' নৃত্য
ভঙ্গিমায় ভিন্ন
কিন্তু এক প্রাণোচ্ছল জীবনের প্রকাশে,
এক দুন্দুভির স্পন্দনে
তারা অভিন্ন ও এক।
সুষ্ঠু যোগাযোগ সেই বৈচিত্র্যের সমন্বয়
সাধন করে দেশের ঐক্যকে
দৃঢ় সংহত ও সম্ভব করে তুলেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

PANORAMA/ER

তিন জওয়ানের মা

নির্ভয় মায়ের তিন ছেলে। একজন সীমান্তের সৈনিক। অন্যজন কারখানার শ্রমিক। আর তৃতীয়জন ক্ষেতের কৃষক। লক্ষ্য তাঁদের এক। স্বাধীন দেশের স্বাধীন আবহাওয়ায় তাঁরা মানুষ। সেই স্বাধীনতা রক্ষার কর্তব্যে এখন তাঁরা ব্রতী। তাই প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত উৎপাদন। তিনবাহু একত্রে প্রচণ্ড শক্তি। তাকে পরাভূত করে এমন ক্ষমতা পৃথিবীতে নেই।

Bata

আপনি কি রকমভাবে

মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারেন

বেশী উৎপাদন করুন

বেশী কাজ করুন। উৎপাদন বাড়ান। সমস্ত রকম বিলম্বিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করুন। যথা সময়ে এবং নিয়মিতভাবে কাজ করুন। এই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, উৎপাদন বাড়ায় এবং যুদ্ধ করার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।

বেশী ফলান

আপনার জমিতে বেশী শস্য ফলান। উচিত মূল্যে আপনার শস্য বিক্রী করুন। সকলের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, কিছুই অপচয় করা উচিত নয়।

কম খরচ করুন

নিতান্ত প্রয়োজনে কিনুন। সমস্ত রকম অপ্রয়োজনীয় খরচ বন্ধ করুন। কোন রকম ভোজ বা উৎসবের সময় এখন নয়।

বেশী সঞ্চয় করুন

যতটুকু পারেন সঞ্চয় করুন এবং নতুন প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে লগ্নী করুন। আপনি যত বেশী সঞ্চয় করবেন, দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি ততো বেশী বেড়ে উঠবে এবং জয় ততো তাড়াতাড়ি আসবে।

মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করুন

সীমান্তরক্ষীদের সাহায্য করুন

জয় হিন্দ

DA 62/595

কেশের
পরিচর্যায়
রূপ
হয়ে ওঠে
অপরূপ

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলে ক্যান্থারিস্ ফ্লাইএর এক্সট্রাক্ট থাকায় কেশমূল সজীব ও সুপুষ্ট রেখে নিবিড় কেশোদ্গমের সাহায্য করে ও চুল ওঠা বন্ধ করে। এই অতুলনীয় সুগন্ধি কেশ তৈল ব্যবহারে কেশগুচ্ছ সুচিক্কণ, ঘন ও দীর্ঘ হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

সু্ন্দরম্। আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। ষষ্ঠ খণ্ড। সপ্তম বর্ষ। অগ্রহায়ণ। তেরশো উনসত্তর। তৃতীয় সংখ্যা।

সূচীপত্র

সুভো ঠাকুর উবাচ	
রামকিঙ্কর-এর শিল্পকথা ও শিল্পসৃষ্টি	**পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়**
সুন্দর, ভালবাসা ও আর্ট	**প্রদোষ দাশগুপ্ত**
ভাস্কর চিন্তামণি কর	**মঞ্জুশ্রী সিনহা**
ভাস্কর শংখ চৌধুরী	**বিশেষ প্রতিনিধি**
কবিতা	**গোবিন্দ গোস্বামী**
প্রদর্শনী পরিক্রমা	**শঙ্কর দাশগুপ্ত**
খবরাখবর	**নিজস্ব সংবাদদাতা**

সুভো ঠাকুর উবাচ

গত বছর অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে সুন্দরম্ বিশ্বভাস্কর্যের বিশ্বকোষের ন্যায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হোচ্ছে। প্রতীচ্যের দেশগুলির ভাস্কর্য-প্রসঙ্গ সমাপনান্তে এ-বছরের প্রথম অর্থাৎ সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে প্রাচ্যের ভাস্কর্য বিষয়ে প্রকাশিত হোতে সুরু হোলো।

মাঝে, সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যাটি রাষ্ট্রভাষায় ক্রোড়-পত্রসহ প্রকাশিত হওয়ায় সুন্দরম্-এর 'আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যে'র ধারাবাহিকতা খণ্ডিত হলেও আধুনিক ভারতীয় ভাস্করদের নিয়ে এই সংখ্যাটি ছাড়া আরো দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

আমাদের দেশে আধুনিক ভাস্কর্যশিল্পের পুনরভ্যুত্থানের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান কোরলে দেখা যায়—তার আঙুল গুনে বয়েস বলার বয়সও হোয়েছে কিনা সন্দেহ! যদিও নানাস্থানে দেশজ ভাস্করেরা বংশপরাম্পর ধারা অনুযায়ী গ্রামে মন্দিরে ও মঠে যান্ত্রিক অভ্যাস বশতঃ

কাজ চালিয়ে চোলেছিলেন, তবু বোলতে গেলে তাঁরা বিংশশতাব্দীর আধুনিক মূল্যবোধ অনুযায়ী কতখানি সৃজনধর্মী শিল্পী হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। ধারাবাহিকতার অন্ধ পুনঃপৌনিকতায় তাঁদের সৃষ্টি অনেকের মতে কারুশিল্পের সীমানার সম্মুখীন।

আদতে দেখা যায়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মুখোমুখি সাংঘাতিক সংঘাতে এদেশীয় শিল্পকলার পুনশ্চ যে নব পর্যায়ের প্রাণস্পন্দন দেখা দিতে সুরু হয়, ভাস্কর্যের দিক দিয়ে তা কিন্তু অনেক ধীর, অনেক লাজুক। ভারতীয় ললিতকলার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ভাস্কর্য শিল্পের এই দ্বিধাজড়িত সঙ্কুচিত পদক্ষেপের কারণ যে সুনিশ্চিত আছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রথম কথা—চিত্রশিল্পীদের চিত্ররচনার মাল-মশলার মূল্য, ভাস্কর্য নির্মাণের মাল-মশলার তুলনায় নগণ্য। চিত্রশিল্পীদের কাজের জন্য উপযোগী ঘর অথবা স্টুডিও এবং সাজসরঞ্জামাদি এমন কিছু অর্থসাপেক্ষ বলে মনে হয় না। যেখানে ভাস্করশিল্পীর লোহ নির্মিত কাঠামো থেকে কাঠের ঘূর্ণায়মান স্ট্যান্ড, তারপর কর্দম থেকে প্যারিস প্লাস্টার—ও পরে প্রস্তর ও তা কাটবার জন্য ছেনি, মাপজোখের নানারকম যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম সবকিছুই একান্ত অর্থসাপেক্ষ। সবার উপর ভাস্কর্য নির্মাণের উপযুক্ত কাজের ঘর অথবা স্টুডিওর জন্য সুবৃহৎ পরিসরের অবশ্যই আবশ্যক এবং তার জন্যে ইদানিং কালে কতখানি আর্থিক সামর্থের প্রয়োজন, তা সর্বসাধারণ সহজেই আন্দাজ করতে সক্ষম।

যাই হোক, আজ ভারতীয় শিল্পের 'পুনরভ্যুত্থানের বৃত্তান্তকে ভারতের রাজধানী থেকে শুরু কোরে বিশেষ বিশেষ রাজ্য যতই কেন কোনঠাসা কোরে বিকৃত কোরতে উদ্যত হোক, ইতিহাস তাকে সবার অগোচর অগ্রাহ্য কোরে চোলতে বাধ্য। সেই কারণে কোন্ প্রদেশ সারা ভারতবর্ষের শিল্প জাগরণে তথা নবধারার প্রবর্তনে যে অবশ্যম্ভাবী পুরোহিতের ন্যায় পুরোভাগে—সে বিষয়ে নিসংশয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, সেদিক দিয়ে আধুনিক ভারতে ভাস্কর্যেও কোন প্রদেশের গুণি ভাস্করদের পাওনিয়ারের সম্মান অবশ্যই প্রাপ্য আনায়াসেই তা সর্বজন অনুমেয়।

একমাত্র এই জন্যই গত সংখ্যা থেকে শুরু কোরে এই সংখ্যা এবং পরবর্তী আরো দুটি সংখ্যাও—আঙ্গিক-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত যে-সমস্ত স্বনামধন্য ভাস্করেরা সাধনায় নিমগ্ন, তাঁদের লেখা এবং কাজের সংগে সর্বসাধারণের পরিচয়ের সুযোগ কোরে দেবার প্রচেষ্টায় সুন্দরম্ অবশ্যই গৌরবান্বিত হতে বাধ্য।

তবু একটা কথা সুভো ঠাকুর-এর মনকে সদাই পীড়িত করে, আলোড়িত করে, যা সে এখানে ব্যক্ত না-কোরে পেরে উঠছে না। তার মতে—ভারতীয় ভাস্কর্য আজও ড্রয়িংরুমের চৌহদ্দি ছেড়ে যেখানেই মুক্ত-আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানেই সে যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। এযুগের যে-কজন স্বনামধন্য ভাস্কর এযাবৎকাল এদেশের যে-কয়টি মূর্তি ড্রয়িংরুমের আওতার বাইরে মুক্তাকাশের তলায় স্থাপিত কোরেছেন—তার সব কটিই সমালোচকের চোখে যেন দাঁড়িয়ে থাকার পরিবর্তে ভাস্কর্য সৃষ্টির দিক দিয়ে হামাগুড়ি দিতে উদ্যত বোলে প্রতীয়মান। অথচ আশ্চর্যের কথা—সেই সেই গুণী ভাস্করদের কাজ তাঁদের ব্যক্তিগত স্টুডিওয় অথবা অন্যান্য ব্যক্তির হর্মের অভ্যন্তরে অথবা যে-কোনো ছাদের আচ্ছাদনতলে আত্মপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় বুক ফুলিয়ে বিরাজিত—সেখানে তারা ইংরাজীতে যাকে বলে ডমিনেটিং তাই।

সেদিক থেকে ভাস্কর দেবীপ্রসাদের গান্ধীর চেয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তি বহু পূর্বের কাজ হওয়া সত্ত্বেও (যা বসুবিজ্ঞান মন্দিরে বিরাজিত) তা অনেক বেশি ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্টবহনকারি। ভাস্কর প্রদোষ দাসগুপ্ত-কৃত মুক্ত প্রাঙ্গনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দণ্ডায়মান মূর্তির চেয়ে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর সম্মুখস্থ আচ্ছাদনতলে অবস্থিত নলিনী সরকার মহাশয়ের মূর্তি অনেক উঁচু স্তরের অনুমিত হয়।

সুভো ঠাকুরের মতে একমাত্র শান্তিনিকেতনের ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজই এর ব্যতিক্রম। আকাশের বুকে ঈগলের সুদৃঢ় পক্ষ সঞ্চালনের ন্যায় তাঁর ভাস্কর্যের দুর্ধর্ষ সৌন্দর্য চতুঃপার্শ্বের মুক্ত প্রকৃতিকে মুঠোর মধ্যে এনে উদ্ভিয়মান—উর্ধ্বাকাশের উদ্দেশ্যে।

অবশ্য, মুক্ত প্রাঙ্গনে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতিকৃতি তাঁর দ্বারা রচিত হয়েছে বলে জানা নেই।

তবে, সুভো ঠাকুরের এইরূপ উক্তিতে এ-কথা মনে না-হয় যেন যে—দেশের ভাস্করদের উক্ত দুটী বা অভাব থাকায় মুক্ত আকাশের তলে তাঁদের বড় বড় মূর্তি গড়ার ব্যাপারে সুযোগ বন্ধ করা। বরঞ্চ এর ঠিক উল্টোটাই হওয়া উচিত। বড় বড় মূর্তি গড়তে দেশীয় প্রবীণ ও নবীন ভাস্করদের অজস্র সুযোগ দেওয়া—সরকার এবং সাধারণের কর্তব্য। যাতে তাঁদের এ-ত্রুটি নিজেরাই তাঁরা সংশোধন করে নিতে পারেন।

এ-ব্যাপারে ভাস্কর এবং শিল্পী চিন্তামনি কর মুক্তাকাশে ভাস্কর্যের প্রদর্শনী কোরে সারা ভারতের দৃষ্টান্তস্বরূপ হোয়েছিলেন। আমরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শিল্প-সংস্থা এবং শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ভাস্কর্যের অধ্যয়নকারি শিক্ষানবীশীদের কার্যাবলী মুক্তাকাশে প্রদর্শনীর জন্য শ্রীচিন্তামনি করের অনুসরণ কোরতে আহ্বান জানাই।

এবার সুন্দরম্-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আসা যাক—শিল্প সম্পর্কে আগ্রহশীল বহু পাঠক ও গ্রাহকদের কাছ থেকে খণ্ডে খণ্ডে এইরূপ শিল্পকলার বিশেষ একটি দিকের সামগ্রিক পরিচয় দানের প্রচেষ্টার জন্য সুন্দরম্ উচ্ছ্বসিত উৎসাহ-বাণী পেয়েছে।

আবার কোনো কোনো স্থলে পাঠকবর্গের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে : বড্ড বেশী একঘেয়ে লাগছে। পূর্বের মতো গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্র, নাট্যকলা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় না কেন?

সুন্দরম্ দুদলেরই কথা শুনেছে। এবং এর একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানেরও চেষ্টায় আছে। তবে সুন্দরম্-এর পাঠকবর্গ নিশ্চিত অবহিত আছেন যে এ-পত্রিকা এ-যুগের নানা রূপ পাঁচমিশেলী চানা-চুরি পত্রিকা নয়। সর্বদা সেই স্ট্যান্ডার্ড বা মানের কথা মনে রেখেই সুন্দরম্-এর বিচার করা উচিত—এইটুকুই বক্তব্য সবার কাছে।

সুন্দরম্ রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর হুজ্কা-হুয়া-র দলে না-ভীড়ে শত হস্তেন দূরে ছিল। পাছে, ওইসব ধূর্ত শৃগালমার্কা অচ্যুতদের ছোঁয়ায় সে জাতিভ্রষ্ট হয়—এই ভয়ে। সুন্দরম্ এইসব ব্যাপারে জাতিতত্ত্বে নিতান্তই বিশ্ববাসী। একথা অবশ্য ইতিপূর্বেই বহুবার সুভো ঠাকুর সর্বসাধারণের নিকট ঘোষণা কোরেছে।

আজ আর সেই রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর ডামাডোল নেই। সেই ক্ষণিকের হুজুগ মিলিয়ে গেছে এখন চিরন্তন স্বাভাবিকতার সমুদ্রে। আর তার সংগে মিলিয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের নামে শতবার্ষিকীর সুযোগে যথেচ্ছাচার নাচ, গান, থিয়েটার ইত্যাদির পালা।

এবার তাই সুন্দরম্ আগামী পঁচিশে বৈশাখ থেকে রবীন্দ্রস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থে ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণের সময় থেকে আজ অব্দি শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে—সংস্কৃতির সর্ববিভাগে যা কিছু অবদান, তা যতই বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্রই হোক এবং যাঁদের দ্বারা সে অবদান সম্ভব হয়েছে—তাঁরা *সাধারণে যতই অখ্যাত অথবা সুখ্যাত হোন—তাঁদের প্রত্যেকের পরিচিতি, প্রতিকৃতি, সৃষ্ট সাহিত্য-সঙ্গিত-শিল্পকলার নিদর্শন, তাঁদের সমগ্র সৃষ্ট সাহিত্য-সঙ্গিত-শিল্পকলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা-সহ প্রকাশিত হবে। বলা বাহুল্য ঠাকুর পরিবারের কৃতী কন্যাগণ ও তাঁদের বংশের গুণী সন্তানেরাও এ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁদের প্রত্যেকের সংগে রবীন্দ্রনাথের কোন্ সূত্রে আত্মীয়তা তাও উল্লেখিত হবে।

খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় সুন্দরম্-এর এই সংখ্যাগুলি একমাত্র জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারেরই নয়, সমগ্র ঠাকুর পরিবারেরই এনসাইক্লোপিডিয়া অথবা মহাভারতের ন্যায় পরিগণিত হোতে বাধ্য। সমগ্র ঠাকুর পরিবারের বংশলতা—এ-গ্রন্থের দুর্লভ প্রকাশন।

যাঁরা বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে উৎসুক সুন্দরম্-এর এই খণ্ডগুলি তাঁদের সর্বকালীন সংগ্রহশালায় স্থান পাবে বোলেই আমাদের ধারণা।

এখানে উল্লেখ্য; সুসাহিত্যিক ঠাকুর পরিবারের দৌহিত্র বংশের শ্রীমান কল্যাণক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই ঠাকুর পরিবারের 'আদি পর্বের' রচনাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণপূর্বক প্রথম সংখ্যাটি শীঘ্রই সাধারণ্যে আনার জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠার সংগে কর্মরত।

এছাড়া সুন্দরম্-এর অন্যান্য বিভাগ যথা : প্রদর্শনী-পরিক্রমা, সমালোচনা, খবরাখবর ইত্যাদিও যথারীতি থাকবে।

সুন্দরম্-এর এই সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রটি ভাস্কর রামকিঙ্কর-এর কৃত রবীন্দ্রনাথের মুখাবয়ব। সুন্দরম্ এই চিত্রটি প্রচ্ছদে ছাপার সুযোগ পেয়ে গৌরবান্বিত।

---

* 'সাধারণ্য' কথাটি সুভো ঠাকুর 'সাধারণের নিকট' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

রামকিঙ্কর-এর

শিল্পকথা ও শিল্পদৃষ্টি

পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যত চিত্রশিল্পী। সুলেখক। ইতিপূর্বে সুন্দরম্-এ তাঁর লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত। শিল্পী রামকিঙ্কর-এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় সমৃদ্ধ এ-প্রবন্ধ। শিল্পী পঙ্কজ-কৃত বিভিন্ন ভঙ্গিমায় রামকিঙ্কর-এর কয়েকটি অনুপম রেখা-চিত্র প্রবন্ধটির সৌকুমার্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

রামকিঙ্কর-কৃত 'সাঁওতাল দম্পতি'। ভাস্কর্যটির পাশে দণ্ডায়মান ভাস্কর স্বয়ং।

অনন্ত আকাশের কোলে মুক্তভাবে উড়ে বেড়ায় বিহঙ্গ। বিশ্বের অনন্ত সৃষ্টির কোলে আপন সৃষ্টিতে তন্ময় হোয়ে সকল বন্ধনের মধ্যেই মুক্ত হোয়ে বিচরণ করে শিল্পী।

আসল শিল্পীরা হোল বিশ্বকর্মার হাত। সৃষ্টির মধ্যেই শিল্পীর মুক্তি। বিশ্বের সেই একসুরে তাদের সুর বাঁধা। আসল শিল্পীরা শিশুর মতো সরল ও কোমল প্রাণ নিয়ে জন্মায় বোলে সহজেই তারা আঘাত পায়। কিন্তু সেটাই তাদের শিল্প-প্রচেষ্টার প্রেরণা জাগায়। বিশ্ব-শিল্পীর এই বিরাট সৃষ্টির মাঝে প্রতি-নিয়ত হোচ্ছে আরো কত সৃষ্টি। কে তার খোঁজ রাখে? কেই বা তা ক্ষণেক দেখে?

প্রকৃতির মাঝে যা সুন্দর তাই মানুষের চোখে পড়ে, মনকে নাড়া দেয়। আনন্দের হয় স্ফুরণ। প্রাণে তোলে আলোড়ন। আসে শান্তি। তখনই জীব হয় জীবিত। তারপর 'সুন্দর'-এর যখন অন্তর্ধান ঘটে, তখনই জীবের হয় মৃত্যু। প্রতিটি পলকে জীবের মৃত্যু। প্রতিটি পলকে জীবের জন্ম। 'সুন্দর'-এর আলোড়নের সাথে সাথে প্রাণে আসে স্পন্দন। স্পন্দনেই হয় জীবের চৈতন্য, তখনই জীব পায় চিরস্থায়ী আনন্দের আস্বাদ। তাই 'সুন্দর'-এর সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। 'সুন্দর'কে জানা, চেনা, দেখাই জীবের কাজ। জীবনে যে 'সুন্দর'কে ধোরেছে, চিনেছে, জেনেছে, কাছে রাখতে পেরেছে সেই জীবিত। সে তখন সমস্ত কারা, করণ, বিধি, নিষেধ, নিয়ম, কানুন, সংকীর্ণতা, পাপ, পুণ্য, ভেদাভেদ, জ্ঞান, অজ্ঞান এই

সব কিছুর উর্ধ্বে। কিন্তু প্রেম, দয়া, মায়া, ত্যাগ, ক্ষুধা সব কিছুই তাদের ভেতর বর্তমান।

শান্তিনিকেতনের পথে, ঘাটে, মাঠে—মাথায় একটা তালপাতার টুপি পোরে, চোখে একটা রোদের কালো চশমা নিজের আসল সাদা চশমার উপর লাগিয়ে, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, গায়ে একটা হাওয়াই সার্ট ও পরণে একটা লং প্যান্ট—বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দুটি হাত সমান তালে দোলাতে দোলাতে প্রকৃতির রূপের সন্ধানে যে মানুষটা ঘুরে বেড়ান, যাঁর শিশুর মতো প্রাণখোলা হাসি গগন পর্যন্ত স্পর্শ করে, সারা শান্তিনিকেতনের প্রতি ধূলিকণার ভেতর প্রতিধ্বনিত হোতে থাকে; সেই মানুষটির ভেতর লুকিয়ে আছে আসল শিল্পী রামকিঙ্কর।

শান্তিনিকেতনের পথে, ঘাটে, ঘুরে বেড়ায় ছেলে-মেয়ে, তরুণ, তরুণী, বয়স্ক পুরুষ ও বৃদ্ধার দল। কিশোর-কিশোরীরা পাঠে মন দেয়। শিশুরা খেলে বেড়ায়। তরুণ-তরুণীরা নিজেদের কাজে লিপ্ত হয়। অতিথি অভ্যাগতের দল এসে ভিড় জমায়। দেখে বেড়ায় তাদের দর্শনীয় বস্তু। দেখতে দেখতে এসে দাঁড়ায় কোন এক অচেনা স্রষ্টার পাশে। যেন কোন্ এক যাদুমন্ত্রে কে যেন তাদের টেনে আনে। অবাক হোয়ে তাকিয়ে দেখে। শুধুই দেখে। দেখে, নিজেদের কোথায় যেন সব হারিয়ে ফেলে। ভেতর থেকে কোন এক অজান্তে বেরিয়ে আসে একটি সুর—বাঃ সুন্দর! মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ ও সার্থক রূপায়ণ। কে এই স্রষ্টা? কে যেন মনের ভেতর থেকে প্রশ্ন শুধোয়। চিনতে দেরী হয় না। মুক্ত শিল্পী শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ। শ্রদ্ধায় মাথাগুলো আপনিই নুয়ে পড়ে সেই স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। স্রষ্টাকে দেখার ও জানার বাসনা নিয়ে ছুটে চলে স্রষ্টার পানে। এই ঔৎসুক্য নিয়ে যায় সকলে, দেখে ধন্য হয়। মজে যায় তারা স্রষ্টার সৌরভে। তাদের সব কিছু কাজকর্ম ভুলে গিয়ে মেতে ওঠে শিল্পীর নানান কাজের কথায়। আবার হঠাৎ টনক্ নড়ে ওঠে। বেলা গোড়িয়ে পড়ে। অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক এক কোরে উঠে পড়ে।

শুধু শান্তিনিকেতন নয়, বিশ্বের সঙ্গে যাঁর শিল্প-সৃষ্টি মিশে থেকে প্রতিটি প্রাণের কাছে যে আলোড়ন সৃষ্টি কোরেছে তারই স্রষ্টা হোলেন সকল দিক থেকে মুক্ত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ। সংক্ষেপে 'কিঙ্করদা'।

(শুধু 'কিঙ্কর', বা রামকিঙ্কর বলার থেকে 'কিঙ্কর দা' নামেই আমরা বিশেষ পরিচিত। শুধু তাই নয় আমার ছেলেবেলার গুরু সেই কারণে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই নামেই তাঁকে চিরদিন ডাকবো।)

পথের পথিক পেরিয়ে যায় শান্তিনিকেতনের রাস্তা। ক্লান্ত জীবনে ক্লান্তির শেষ নিঃশ্বাসটুকু ছেড়ে স্বস্তির পরম আশ্বাস ফেলে এসে দাঁড়ায় কিঙ্কর দা-র শিল্পসৃষ্টির পাশে। 'কাজের খোঁজে চোলেছে সাঁওতাল-দম্পতি'। চলার শেষ নেই তাদের জীবনে। কাজেরও শেষ নেই। পথিক শুধু দেখে। কেবলই দেখে। সব ক্লান্তি যায় তার দূরে। আবার সে পূর্ণ উদ্যমে কাজ সুরু করে। কাজের তালে আবার তার তাল যায় কেটে, সুর যায় হারিয়ে। আবার সে ফিরে তাকায়। কে যেন তার মনকে অজান্তে আকর্ষণ করে। মনের কোন অতল থেকে বেরিয়ে আসে সেই এক সুর—'বাঃ, অপূর্ব সুন্দর'! 'বহু ভাবের ভাবী'রা এক এক করে দেখে চলে কিঙ্করদা-র শিল্পসৃষ্টি। 'ভোরে কাপড় শুকোতে শুকোতে যাচ্ছে কলের ডাকে সাড়া দিয়ে সাঁওতাল রমণীর দল'। 'কাজের খোঁজে চোলেছে সাঁওতাল-দম্পতি'। ওদিকে কলাভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'প্রশান্ত মুখে ধ্যানে বসে আছেন বুদ্ধ'। ওদিকে সঙ্গীতভবনের কোণ থেকে 'সুজাতা আসছে বুদ্ধকে তার জীবনের সামান্য অর্ঘ্য ডালি দিতে।' এদিকে কলাভবনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে 'কাস্তে হাতে একটি বিচিত্র রমণী'। নানাভাবের মানুষ দেখে চলে। মনের ভেতর থেকে নানান প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারে। প্রশ্ন করে, কে এর স্রষ্টা? শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে কিঙ্করদা-কে।

কয়েকদিন থেকেই মনের ভেতর কয়েকটা প্রশ্ন তোলপাড় কোরছিল। ঠিক কোরে উঠতে পারছিলাম না, কোনটা ঠিক। এটা না সেটা, সেটা না এটা। এই নিয়ে খুব ভাবছিলাম। ভাবলাম, আচ্ছা কিঙ্করদা-র কাছে যাই। তাঁর কাছে প্রশ্নগুলোর সমাধান কোরে আসি।

শাওনের সকাল। সোজা গিয়ে উঠলাম কিঙ্করদা-র বাড়ীতে। বাড়ীতে উঠে দেখি একটা তক্তাপোষকে খাড়া কোরে 'ইজেল্' বানিয়ে তার উপর বড় এক ফালি 'চট্'কে ক্যানভাস বানিয়ে এঁটে অতি সাধারণ গুঁড়ো

একটি বিশেষ মুডে
দেখা যাচ্ছে রামকিঙ্করকে।
রেখাচিত্রাংকন : পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পাউডার) নাল, গুঁড়ো সাদা ও হলুদ রং দিয়ে ছবি এঁকেছেন। দেখলাম তেল দিয়ে গুঁড়ো রংগুলো মিশিয়ে নিয়ে অয়েল-এর টেকনিকে কাজ কোরেছেন। সেটাই হোল ওঁর স্বকীয়তা। খানিকটা রং ছড়ানো টেবিলের উপর। মনে হোল কিঙ্করদা বোধহয় কাজ কোরতে কোরতে উঠে গেছেন। দোকানের কেনা স্বল্প পরিসর প্যালেটে না পোষানোর দরুণ টেবিলটাই হোয়েছে 'প্যালেট'। আর তক্তাপোষ হোয়েছে 'ইজেল'। জাতশিল্পী যারা তাদের কিছুতেই আটকায় না—একথা খুব সত্যি। দরজা থেকে হাঁক পাড়লাম, কিঙ্করদা আছেন? বেশ ভরাট গলায় উত্তর এলো, হ্যাঁ। এসো। ভেতরে ঢুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার জানালাম।

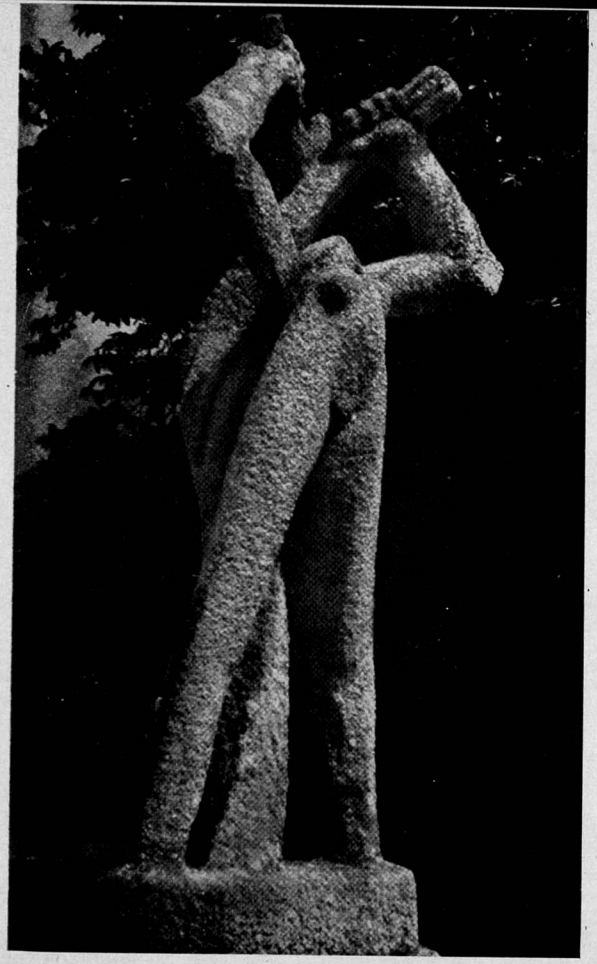

বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল রামকিঙ্কর-কৃত
একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি।

বোললেন, এসো। বসো, কি খবর? কেমন আছো? বললাম, ভালই। তারপর বক্তব্যটা জানালাম। বললাম, 'সুন্দরম্' থেকে তাগিদ এসেছে আপনার সম্বন্ধে লেখা ও স্কেচগুলো তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে। তাই স্কেচগুলো শেষ কোরব। আর জীবনের কথা কিছু শুনবো। আর এক কথা, আমার কতকগুলো প্রশ্ন আছে সেগুলিরও সমাধান কোরবো। উত্তরে বোললেন, আচ্ছা করো। একের পর এক প্রশ্ন কোরে যেতে লাগলাম।

: আচ্ছা কিঙ্করদা, আপনার শিল্পসৃষ্টির ভেতর প্রাচ্য (ইষ্টার্ণ) এবং পাশ্চাত্য (ওয়েষ্টার্ণ) এ দুটো জিনিষের সমন্বয় হোয়েছে?

: না—না—না—সে সব কিছু না! ঠিক তা নয়। 'ইষ্ট' 'ওয়েষ্ট' বলতে যা 'মিন্' করো, ঠিক সেটা নয়। প্রকৃতিকে যা দেখছো, প্রকৃতি বোলতে কি? তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক সচেতনতা, সৌন্দর্য-অনুভূতি, শিক্ষা এবং 'পারম্পরিক' শিল্পের অভিজ্ঞতা। 'পারম্পরিক' মানে 'ট্র্যাডিশ্যানাল'। অর্থাৎ মাহেঞ্জোদারো থেকে সুরু কোরে, মানে তিন হাজার বি, সি, সেখান থেকে সুরু কোরে আজ আমরা এসেছি বিংশ শতাব্দীতে। মাহেঞ্জোদারো শিল্পে যে মূর্তি গঠন হোয়েছিল আজও পর্যন্ত তার মন্দির প্রতিষ্ঠা হোচ্ছে। সেটার অর্থ কি? ভারতবর্ষের শিল্পের ধারা আজও সমানভাবে বজায় রোয়েছে। সেই মূর্তিটির নাম বোলতে পারো? সেটি হোল 'শিবলিঙ্গের মূর্তি'। কোন একজন বিখ্যাত শিল্পী আমাকে জিজ্ঞেস কোরেছিলেন, যে আমি, 'আধুনিক' (প্যারিসিয়ান) মূর্তির কপি করি। উত্তরে আমি তাঁকে বোলেছিলাম যে শিবলিঙ্গের মূর্তি কোন্ 'প্যারিসিয়ান' শিল্পী তৈরী কোরেছিলেন—উত্তর দিন? আমরা প্রকৃতির মধ্যে যা দেখি, আমাদের অভিজ্ঞতা, এস্থেটিক ট্রেনিং, আবেগ (ইমোশান্), অনুভূতি, নৈসর্গিক সচেতনতা ইত্যাদির মিশ্রণে যা হয় সেখানে 'ওয়েষ্টার্ণ' কি 'ইষ্টার্ণের' কোন তফাৎ নেই। কিন্তু আমরা সোজাসুজি প্রকৃতির ভেতর যাচ্ছি। তারপর যা হয় সেটাই হোচ্ছে আমাদের কাজ।

: আচ্ছা, নৈসর্গিক সচেতনতা বোলতে আপনি কি 'মিন্' করেন?

: নৈসর্গিক সচেতনতা (কসমিক রিয়েলিটি)—বোলতে সূর্য দেখছো, চন্দ্র দেখছো, তারকারাজি? তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার মোটামুটি ধারণা। তাদের নিয়মানুবর্তিতা (ডিসিপ্লিন্ড অর্ডার) ইত্যাদি অনুভব করেছো? সেটা যে কি ব্যাপার তার সম্বন্ধে তোমার অনুভূতি আছে কি? সেই কথাটাই একটি ফুল, একটি গাছ, মানুষ এবং সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান।

: আচ্ছা কিঙ্করদা, আপনার ভাস্কর্যের ভেতর অনেকটা রিয়্যালিষ্টিক বস্তুর সঙ্গে মিল রোয়েছে। কিন্তু পেণ্টিং-এর ভেতর সাধারণতঃ তা দেখা যায় না। অন্যান্য অনেকেই এ প্রশ্নও আমাকে কোরে থাকেন।

উত্তরে কিঙ্করদা আমাকে একখানা 'অয়েল পেণ্টিং' দেখিয়ে বোললেন—'দেখ দেখি, এই ছবিখানা, মিল রয়েছে কিনা?' দেখলাম প্রকৃতির সঙ্গে অদ্ভুত মিল। কোনো তফাৎ নেই। রং-এ, রেখায়, গঠনে, রূপে, ছন্দে প্রত্যেকটির সঙ্গে অদ্ভুত মিল। তবে তার বৈশিষ্ট্যটুকুও সমানভাবে বিদ্যমান। মূর্তিতে যেমন ছবিতেও তেমনি। কিন্তু 'গায়কি'র (স্টাইল) তফাৎ আছে। আর সেটা থাকবেও। থ্রিলটা থাকতে হবে। আবার উনি বোললেন, 'উপায় নেই, কারণ আমি তো আর ক্যামেরা নই।'

: আচ্ছা আপনার কাজের মধ্যে, পেণ্টিং-এর মাধ্যমে বেশী তৃপ্তি পান, না মূর্তির মাধ্যমে বেশী তৃপ্তি পান?

: হ্যাঁ, বেশ প্রশ্ন করেছো। মোক্ষম প্রশ্ন। তবে কি জানো, দুটোতে দুরকমের টান আছে। যখন নৈসর্গিক পরিস্থিতির মধ্যে কিছু দেখি, তখন পেণ্টিং হোয়ে যায়। তখন রং আসে। ফ্ল্যাট্ ক্যানভাস্ আসে। আর

মূর্তির বেলায় সেটাই আরো 'সংহত' হোয়ে একটি রং-বিহীন মাধ্যমে এসে পৌঁছোচ্ছে। যেমন অন্ধকারে একটা বাচ্চার গায়ে হাত বুলোই। চারদিক থেকে তাকে অনুভব কোরছি।

: আচ্ছা, প্রকৃতি নিজেই হোচ্ছেন সেরা শিল্পী, এবং আমরা সব কিছুই তার কাছ থেকে পাচ্ছি তো?

: তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমার কথার মধ্যেই হোয়ে গেছে। তার কারণ, প্রকৃতির যে 'ডিজাইন', তার ভেতরে 'স্বতঃ-প্রসূত প্রকাশ' (ক্রিয়েটিভিটি) আছে। 'ইঞ্জিনিয়ারিং', 'ডিস্‌কভারি' 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' শব্দ তার থেকেই। আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হোয়ে কাজ সুরু কোরে দিয়েছি। কি যে হবে কে জানে? আমরা সবাই অনুপ্রাণিত।

: আচ্ছা পৃথিবীতে যতগুলো 'মাধ্যম' (মিডিয়াম) আছে, মানুষ যতরকম 'মাধ্যম'-এর ভেতর ঢোলেছে আমি দেখলাম সব 'মাধ্যমে'র মধ্যে 'আর্ট'ই একমাত্র মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে মানুষ সহজে একমাত্র সেই 'বিশ্বস্রষ্টা'কে চিনতে পারে। তার স্বরূপ উপলব্ধি কোরতে পারে। তাকে জানতে পারে, এবং তার কাছে পৌঁছে নিজেও চরম আনন্দ ও শান্তি লাভ কোরতে পারে। তবে আমি নিজে শিল্পী বোলে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব কোরছি না। এটা আমার প্রাণের কথা।

: হ্যাঁ, বেশ দামী প্রশ্ন। আবার সেই অনুভূতি, জীবনের অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ, শব্দের অনুভূতি, এসব মিলিয়ে একটি 'অহৈতুকী'র (ভালবাসা) প্রকাশ। যে জন্যে আইনষ্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিকও বেহালা (ভায়োলিন) বাজাতেন। দা-ভিঞ্চির মতো ম্যাথেম্যাটিশিয়ান, বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ার ছবি আঁকতেন। রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।

: আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, ছবিতে কথা বোলবে কি?

: কথা বলে—, চোখের জলের মধ্যে। ধর তোমার মা, বাবার ছবি আঁকলাম, কি কথা বলছে? বুঝবে কি?

: আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকেই এই এক মনোভাব পোষণ করেন যে, ছবি এঁকে কি হবে? ওতে কি পেট ভোরবে?

: মানুষ বেঁচে থাকে পেট এবং মন নিয়ে। কিন্তু পেটের কথাই খালি যদি ভাবো, তবে মনের কথাটা বাদ পোড়ে যাবে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না, পশু হোয়ে যাবে। কিন্তু শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ তারা কিন্তু থামবে না। আমাদের উপস্থিত পরিস্থিতি অনুযায়ী শিল্পী হিসাবেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার নিতে হবে। সামাজিক উন্নয়নের সহায়তায় সাহায্য কোরতেই হবে। যেটা আমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন। সেই কাজেই আমরা লেগে আছি। দানা-পানী কিছু কিছু মিলছে। সেটা কি কম কাজ? তা নয়। উপরন্তু এই 'অহৈতুকী' কাজটা কোরছি। এর যে কি মূল্য আছে জানি না।

: আজকাল আমাদের প্রায় প্রত্যেক শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রে 'নন্‌-ম্যাট্রিক' ছাত্রদের পক্ষে শিল্প-শিক্ষার সুযোগের অভাব। এতে সত্যিকারের শিল্প-প্রতিভা যাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে, তাদের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে কি ন্যায্য হোচ্ছে?

: (কিঙ্করদা একটু চিন্তা করে বললেন) তোমার শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রের কথা আমি জানি না। তবে যারা প্রতিভাশালী তাদের কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তবে লেখাপড়ার দরকার আছে। রবীন্দ্রনাথ নন্‌-ম্যাট্রিক। তিনি এতো লিটারেচার, এতো শিল্প, সঙ্গীত সৃষ্টি কোরলেন কি কোরে? তার কারণ হচ্ছে তাঁর ভেতরের অগ্নি।

: আমাদের আগেকার শিক্ষকদের উপদেশ ছিল

সৃষ্টিনিমগ্ন শিল্পী
রামকিঙ্কর বেইজ।
রেখাচিত্র : পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁ-এর পাতায়
পাশের দিক থেকে রামকিঙ্কর-সৃষ্ট
ভাস্কর্য : সাওতাল দম্পতি।

'অয়েল কলার' নিষিদ্ধ। কিন্তু আপনি দেখছি 'অয়েলে'র মাধ্যমে ছবি আঁকছেন।

: 'অয়েল' যেটা বলছো সেটা ছোট 'তিসি'র তেল। আর আমাদের ভারতবর্ষেই জন্মায়। এবং আমাদের কলুরা সেটা তৈরী করে। এই তেলটির একটা বিরাট বন্ধনী (বাইণ্ডিং) শক্তি আছে। সহজেই শুকিয়ে যায়। এবং স্থায়ী (পারমানেণ্ট) হয়। সেইজন্য আমি আমার ছবিগুলো আঁকি সেই মাধ্যমে। এবং ধুলোতে ফেলে দিই। প্রদর্শনীর সময় সেগুলো টেনে এনে জল দিয়ে ধুয়ে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু জলরঙে কি হবে? কে তার যত্ন নেবে? এখন কথা হোচ্ছে, কি ধরনের কাজ কোরতে চাও? ভারতীয় শৈলী হিসাবে কোরবে, না পাশ্চাত্ত্য শৈলী হিসাবে কোরবে, সেটা তোমার দায়িত্ব।

: পরিপ্রেক্ষিত (পার্সপেক্টিভ) জিনিষটা কি? এবং সেটার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? ছবির ভেতর পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব কতটা?

: পরিপ্রেক্ষিত মানে আমি যা বুঝি, দূর এবং কাছের যে বিশদ প্রকাশের উপায়, সেটাই হোচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত পদ্ধতি (টেক্‌নিক)। ধরো, সূর্য বহু দূরে, চন্দ্র বহু দূরে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখছি তিন ফিটের মধ্যে। এর যে ব্যবধানের রং এবং আকৃতি (ফর্ম) তার যে বিভিন্নতার পদ্ধতি সেটা আমাদের কোরতে হোচ্ছে। ওতো গেলো সূর্যচন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু তুমি তিন ফিটে আছ আর একজন দশ ফিট কি দুটো ফিটে আছে, তার যে রং-এর এবং আকৃতির বৈচিত্র্য তারও ধারণা আমাদের কোরতে হয়। তা না হোলে ছবির ভেতর তোমার ঐ নৈসর্গিক প্রকাশ (এফেক্ট) হবে না।

: আচ্ছা, যদি তাই হবে তবে মিশরীয় (ইজিপ্সিয়ান

রূপের ইশারায় তন্ময়-দৃষ্টি রামকি কর।

বাঁদিকের পাতায় :
পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত
চিন্তানিমগ্ন রামকিঙ্কর।

পেণ্টিং)-এর পরিপ্রেক্ষিতের কোন প্রভাব দেখছি না কেন? তার সম্বন্ধে কি বলেন?

: সেই পরিপ্রেক্ষিত আলাদা। সেখানে একটা জমিনের (ফ্ল্যাট সারফেস) উপর ওখানে কাজ হোয়েছে। সেখানকার পরিপ্রেক্ষিত (পার্সপেক্টিভ) পদ্ধতি ওটা ব্যঞ্জনাব্যাপক (সিম্বলিস্টিক)। তার মানে ধরো, ডানাওয়ালা পরী (উইংগ্ড অ্যাঞ্জেল) কোরলে—ওর পরিপ্রেক্ষিত কোথায় যাচ্ছে? তার ধারণা কি? সেটা হোচ্ছে চতুর্থ সপ্তকের (অক্টেভ) মা পা তে যাচ্ছে। পরিপ্রেক্ষিতের চাক্ষুষ (ভিসুয়াল) যেটা সেটা চোলে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। সেইখানে তার ঐ নৈসর্গিক পরিপ্রেক্ষিতের আর একটা দিক।

: আপনি দেখছি 'ওয়াটার কলার' ও 'অয়েল কলার' (জলরঙ ও তেলরঙ) এ দুটো সমানভাবে করেন? কিন্তু তেল ও জলরঙ ('ওয়াটার' ও 'অয়েল') এ দুটোর ভেতর কোনটায় বেশী মজা (চার্ম) পান?

: জলরঙ ও তেলরঙে তফাৎ বিশেষ কিছু নেই। আছে লাইনে এবং তার আকৃতিতে (ডিসপ্লে)।

: আচ্ছা কিঙ্করদা, একটা প্রশ্ন আমার প্রায়ই মনে জাগে। সেটা হোল 'হোয়াট ইজ্ টু বি ক্রিয়েটেড দ্যাট ইজ অলরেডি ক্রিয়েটেড বাই হিম (গড)। উই আর অন্লি টু রিক্রিয়েট দোজ থিংস।' বিশ্বে যা সৃষ্টি হবার হোয়ে গিয়েছে এবং হোচ্ছে। আবার কেন?

: বাঃ, বেশ মোক্ষম প্রশ্ন। তবে সেটা হোচ্ছে কি জান। সেটা হোচ্ছে আমাদের বায়ুরোগ। আমরা যা দেখলাম প্রকৃতির মধ্যে সুখে, দুঃখে, সৌন্দর্যে, অনুভূতিতে তারই একটা অন্য মাধ্যমে প্রকাশ করার ব্যর্থ চেষ্টা এবং ব্যাকুল ক্রন্দন। কিছু কোরতেই হবে। উপায় নেই। যেমন একটা শিশু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর স্বপ্ন দেখে। আমাদের কাজও হোল সেই স্বপ্নের অভিব্যক্তি। সেখানে তখন সেই ব্যাকুল ক্রন্দনের চোখের জল আর থাকে না। শিল্পী-শিশু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে, স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের ভিতর 'সুন্দরে'র আবির্ভাব হয়। আনন্দাশ্রু বইতে থাকে। তুলি, কলম, লেখা সব কাজ সুরু হোয়ে যায়। নৃত্য সুরু হয়। শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কাজ সুরু হোয়ে যায়। সেটাই শিল্পের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি।

ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত।

সুন্দর, ভালবাসা ও আর্ট

প্রদোষ দাশগুপ্ত

একবার চাকরির দরখাস্ত করে কপালজোরে ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম। ঘরে ঢুকতেই এক্সপার্ট প্রশ্ন করলেন, "সুন্দর কি?" হকচকিয়ে গেলাম। এ যেন পেছন থেকে আক্রমণ। ভাবলাম খানিকটা ফিলজফি আওড়াবো, কান্ত, কোচে কিংবা নিৎসে; আবার ভাবলাম প্লেটোর মতের পাকা সড়ক দিয়ে চলবো। একটু সামলে নিয়ে খুব সোজা ভাবে বললাম, "আজ্ঞে আমি যাকে ভালবাসি সে-ই সুন্দর।" এক্সপার্ট ও কমিশনের সভ্যরা ভুরু কোঁচকালেন, বললেন, "মানে?" আমি ওঁদের হাবভাব দেখে ঘাবড়ালাম, ভাবলাম ফেল করেছি। তবুও সাহস করে বললাম, "আজ্ঞে 'সুন্দর' কথাটাই গোলমেলে, 'ভাল-মন্দের'ই মতো। 'ভাল-মন্দ' তবুও ছোটবেলা থেকেই বাপ-মা বুঝিয়ে দেন,—বলে দেন ভালটা করতে আর মন্দটা না-করতে,—যেমন সত্য কথাটা বলতে বলেন আর মিথ্যে কথাটা না বলতে বলেন। লোকের উপকার করতে বলেন আর চুরি করতে মানা করেন। তখন বাপ-মা যা বলেছেন তাই মেনে নিয়েছি। বড় হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভেবেছি বাপ-মা ঠিক শিক্ষাই দিয়েছেন, সমাজের ভাল-মন্দের দিকে তাকিয়ে। সুতরাং ভাল-মন্দ এখানে সমাজের কতকগুলো moral values-এর উপর নির্ভর করছে। আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েক বছরের মধ্যেই সেই সব moral values পালটে গেছে; প্রায় সবাইকে চুরি করতে হচ্ছে, আর অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে— তবে সবই tactfully করতে হচ্ছে। Tact কথাটাও এসেছে কিন্তু ঐ military tactics থেকে, অর্থাৎ 'যেন-তেন-প্রকারেণ' আত্মরক্ষা। আর military field তো আজকাল সত্যিকারের ফাঁকা জায়গায় কিংবা মাঠে দু'দলের লড়াই নয়। ঘরে ঘরে military force মোতায়েন রয়েছে গরিলা যুদ্ধের জন্যে—ছেলেমেয়ে,—বুড়ো-বুড়ি-নির্বিশেষে। আর আন্তর্জাতিক cold war তো বারো মাসই লেগে আছে। সুতরাং আমরা তো সব সময়েই যুদ্ধের military মেজাজ নিয়ে ভয়াবহ আবহাওয়ায় বাস করছি। সুতরাং আজকের এই military সমাজে ভাল-মন্দের values অসম্ভব বদলে গেছে। আমার বাপ-মা আমাকে চুরি করতে কিংবা মিথ্যে কথা বলতে শেখাননি, কিন্তু আজ এই সামাজিক পরিস্থিতিতে আমাকে ভাবতে হচ্ছে আমার ছেলেকে কী শিক্ষা দেবো। তাকে যদি চুরি করতে কিংবা মিথ্যা কথা বলতে মানা করি তবে জানি ভবিষ্যতে তার দশা হবে অচল টাকার মতোই, না খেতে পেয়ে মারা যাবে। আজকাল বেশীর ভাগ বাবাই খুশী হন ছেলের উপরি পাওনার উন্নতির খবর শুনে। আর বিয়ের সময় ছেলের বাবা বড়াই করে বরের উপরি পাওনা জানিয়ে দিয়ে বর্ধিত হারে পণের টাকা দাবি করেন। আধুনিক বাপেরা নিশ্চয়ই ছেলেদের ভয় দেখাবেন না এই বলে যে, 'মিথ্যে কথা বললে যমদূতরা জ্বলন্ত সাঁড়াশি দিয়ে জিব টেনে বার করবে।' ততক্ষণে এক্সপার্ট ও কমিশনের সভ্যরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। এক্সপার্ট জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ভাল-মন্দের ব্যাখ্যা শুনতে চাই না, সুন্দর কি, সুন্দর বলতে কি বোঝেন তাই বলুন।"

আমি বললাম, "বলছি। ছোটবেলায় বাপ-মা সুন্দর-অসুন্দরের কথা কোনও দিনই তোলেন না; কারণ আমাদের এ যুগের সমাজব্যবস্থা, জীবনযাত্রা, শিক্ষা, সবই খুব বস্তুতান্ত্রিক (materialistic)। সুন্দর-অসুন্দরের ব্যাখ্যা করে পেট ভরে না। তাই সুন্দরের একটা অস্পষ্ট ধারণা বরাবরই থেকে গেছে, ছোটবেলায় যখন মা-বাবার কাছে গল্প শুনতাম রাজপুত্র আর রাজকন্যার, তখন থেকে। তখন সুন্দরের প্রথম হদিস হলো ফর্সা টুকটুকে রঙের মারফত। অর্থাৎ সুন্দর হ'তে হলেই ফর্সা হওয়া চাই, তারপর লম্বা টানা টানা চোখ আর বাঁশির মত নাক। আর রাজকন্যার থাকবে মেঘবরণ চুল আজানুলম্বিত।"

"বড় হয়ে যৌবনের উন্মেষে যখন ভালবাসতে জানলাম, তখন দেখি এতদিনের সুন্দরের যে মানস-প্রতিমা আস্তে, আস্তে গড়ে উঠেছিল তার মোহ ভেঙ্গে গেল। দেখলাম কালো হ'লেও সুন্দর হয়, নাক বোঁচা হয়েও সুন্দর হয়, ড্যাবা ড্যাবা গোল গোল চোখ হ'লেও সুন্দর হয়, চুল মেয়েদের আজানুলম্বিত না হয়েও আকন্ধ হ'লেও মেয়ে সুন্দরী হয়।' এক্সপার্ট প্রশ্ন করলেন, "তা'হলেও সুন্দরের তো একটা সাধারণ মাপকাঠি রয়েছে।" আমি বললাম, "আজ্ঞে না, প্রথমেই ধরা যাক সার্বজনীন মাপ কাঠি (Universal standard)। যদি সেদিক দিয়ে ভাবি তবে ইউরোপের ও আমেরিকার মেয়েরা বব্ করে চুল কেটে ফেলতো না, আমাদের মেয়েদের মতই আজানুলম্বিত চুল রাখতো। ওদেশে কুকুরের ল্যাজ কেটে তাকে ঠুঁটো করে সুন্দর করা হয়। আমরা যেটা ভাবতে পারি না। আবার আমাদেরই প্রাচ্যদেশে চীনে মেয়েদের লোহার জুতো পরিয়ে পা ঠুঁটো করে রাখা হয় সুন্দর করবার চেষ্টায়। জাতীয় মাপকাঠি (National standard) দিয়ে যাচাই করলেও কোন সুবিধে হয় না। একই পরিবারের পাঁচটি

প্রদোষ দাশগুপ্ত।

উনিশশো বারো সালে জন্ম ঢাকায়। উনিশশো বত্রিশে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি, এ, পাস কোরে ভাস্কর্য বিদ্যা শিক্ষার অভিলাষী হোলেন তিনি। তাই প্রথমে লাক্ষ্ণৌ-এ বিখ্যাত ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাছে এবং পরে মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ। অতঃপর বিলেতের 'রয়াল অ্যাকাডেমী'তে যোগদান। সেখানে প্রফেসর ম্যাক্‌মিলানের কাছে শিক্ষালাভ ও উনিশশো চল্লিশ সালে কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন। কোলকাতায় ফিরে নিজস্ব স্টুডিও-য় জীবিকা নির্বাহের জন্য ফটোগ্রাফ থেকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি করা ছাড়াও নিজের মনমতো ভাস্কর্য চর্চায় আত্মনিয়োগ। এই সময় তিনি, সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, নীরোদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোপাল ঘোষ, কমলা দাশগুপ্তা—এই কয়েকজন মিলে 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র প্রতিষ্ঠা কোরলেন।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালে প্রদোষবাবুর কাজের প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোল। তার চার বছর পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি পর্যটন ও সেই সমস্ত দেশের শিল্পকলার উপর ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব অনুধাবনের প্রচেষ্টায় নিরত দেখা যায় তাঁকে। একই বছরে বরদা কিংবিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিভাগের রিডার নিযুক্ত হোলেন তিনি।

উনিশশো একান্ন সালে কোলকাতাস্থ রাষ্ট্রীয় চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান। দু'বছর পরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য ঘটেছিল প্রদোষবাবুর। বর্তমানে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এর একজন 'ফেলো'।

উনিশশো সাতায় সালে দিল্লীস্থ 'ন্যাশন্যাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট'-এর কিউরেটার পদে বৃত হন ও তার বছর দুই পরে 'ললিতকলা আকাদমি'র শিল্পী-সদস্য হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমন।

দিল্লীর 'ললিতকলা আকাদমি'র জেনারেল কাউন্সিল-এর সভ্য প্রদোষবাবু।

প্রদোষবাবুর ভাস্কর্য-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও তাঁর কাজের চিত্র ইতিপূর্বে সুন্দরম্-এ প্রকাশিত হোয়েছে। জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে উক্ত পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যাটি সংগ্রহ কোরে নেওয়া খুব অসম্ভব হবে না।

ছেলের পাঁচ রকম রুচি, কারু নোন্‌তা জিনিষ পছন্দ, আবার কারু মিষ্টি; কোনও ছেলে পাৎলুন পরে সাহেব সাজতে ভালবাসে, আবার অন্যছেলে ভাল মানুষটির মত ধুতি-পাঞ্জাবী পরতেই ভালবাসে। আমার নিজের শিল্পী মনের কাছে স্বাস্থ্যবতী সাঁওতাল মেয়ের নিটোল দেহ-লাবণ্য অপূর্ব সুন্দর বলে মনে হয়। আবার আমারই নিজের ভাই, তার পছন্দ হবে ফর্সা, তন্বী, ঠোঁটে রং মাখানো, বাঘ নখওয়ালা মেয়েদের—যারা গ্রীবা বাঁকিয়ে হস্ত চটুল ভঙ্গিতে একটু হেসে দু'টো ইংরেজী কথা বলবে। এইখানেই মুস্কিল। সুন্দরের সর্বজনগ্রাহ্য কোনই মাপকাঠি নেই। তাই বলছিলাম আমি যাকে ভালবাসি সে-ই সুন্দর। এখানে আমার ভালবাসা একটা gift। আমার এই ভালবাসার গৌরবেই আমার ভালবাসার পাত্র কিংবা পাত্রী সুন্দর হ'য়ে উঠছে। পাত্র কিংবা পাত্রী, তাদের নিজস্ব কোনও সর্বজনগ্রাহ্য গুণ নেই সুন্দর হবার।"

প্রশ্ন হল, "তাহলে আপনি বলছেন জগতে কোন কিছুই সুন্দর নেই, সুন্দর যার যার মনগড়া?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে সুন্দরের অর্থ যেখানে কোনও নির্দিষ্ট একটা ফলাফলের উপর নির্ভর করে, যা আমরা চাক্ষুষ দেখি কিংবা যার ফল অঙ্কের মতোই সহজবোধ্য এবং স্বীকৃত সেখানে সুন্দরের একটা সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি রয়েছে। যেমন, সুন্দরের অর্থ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কৃতকার্যতাকে মনে করি। ক্রিকেট খেলার মাঠে খেলোয়াড় একটি শক্ত বল লুফে নিতে পারলে আমরা তারিফ করে বলি, সুন্দর 'ক্যাচ'টি ধরেছে। সুন্দর এখানে এই অর্থে ব্যবহার হচ্ছে যে 'ক্যাচ'টি ধরা শক্ত ছিল, খেলোয়াড় তাই ধরতে পেরেছে এবং ধরতে পারায় একটা নিশ্চিত ফলাফল ঘটেছে এবং ব্যাটসম্যান আউট হয়েছে। এখানে সুন্দরের সঙ্গত অর্থ যা মনকে উদ্বুদ্ধ করে অপার্থিব একটা স্তরে নিয়ে যায় তার কিছু ঘটছে না। বল ধরার সফলতায় ভাল লাগছে, যার জন্য আমার মন আগে থেকেই তৈরী ছিল, আর সেই ভাল লাগার মহিমায় বলধরা সুন্দর হচ্ছে। রামচাঁদের সুন্দর সেঞ্চুরিও সেই অর্থে সুন্দর। এখানে ভাল (যদি আমরা মেনে নিই ক্যাচ ধরতে পারা কিংবা সেঞ্চুরি করতে পারা ভাল) আর সুন্দরের অর্থ এক। কিন্তু সুন্দরের আসল অর্থে (aesthetics) সুন্দরের সর্বজনগ্রাহ্য কোনই মাপকাঠি নেই। ধরা যাক নৈসর্গিক দৃশ্য। সেটা বেশীর ভাগ লোকেরই সুন্দর বলে মনে হয়, যেমন সূর্যোদয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা, অস্তরাগে রাঙা পশ্চিমের আকাশ, ঘন শালবীথির অরণ্যানী। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দার্জিলিং-এর যে সব পাহাড়ী লোক রোজ দু'বেলা সূর্যোদয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ দেখছে তাদের কাছে এই সৌন্দর্যের কতখানি মূল্য আছে? আমার নিজের তো অস্তরাগে রাঙা পশ্চিমের আকাশ এখন একটুও সুন্দর মনে হয় না, কারণ কত দেখেছি দিনের পর দিন ঐ একঘেয়ে রূপ। মনে হয় যেন কোন আনাড়ি শিল্পীর হাতে আঁকা সস্তা লাল রঙ ল্যাবড়ানো। এখন কথা উঠতে পারে, তাহলে এত লোকের সুন্দর মনে হয় কেন? আমি বলব, তার কারণ, এই বিষয়ে আমাদের মন prejudiced হয়ে আছে। আমাদের সেইভাবে শেখানো হয়েছে সাহিত্য, আর্ট ও কবিতার মারফত। নিসর্গদৃশ্যের উপর আমাদের বরাবর যেন কেমন একটা দুর্বলতা আছে। উদাহরণ ধরা যাক। আর্ট স্কুলের ছেলেরা কাজ শিখতে সুরু করেই নদীর ধারে গিয়ে বসে স্কেচ করে, পাহাড়ের নীচে ঝরনার ধারে pose মেরে ফটো তোলে, নিদেনপক্ষে লেকের ধারে যায় স্কেচ করতে, ছবি আঁকতে, আর 'আমি' যে আর্টিষ্ট তার প্রমাণস্বরূপ অন্তত একটা ঘেঁটুফুল হাতে দোলাতে দোলাতে বাড়ী ফিরবে। নিজের বাড়ীর গলির চেহারাটা এঁকে নেবার চেষ্টা খুব কমই দেখি। ছবি আঁকবার জন্য আমরা দার্জিলিং, শিলং, নৈনিতাল, কাশ্মীর এসব জায়গায় বহু অর্থব্যয় করে যাই। আমার তো মনে হয় ছবি আঁকার জন্য সাধারণ যে কোন জায়গাই ভাল। নিজের ভালবাসা দিয়ে তাকে সুন্দর করে তুলতে হবে, মহান করে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দুটো ইংরেজী শব্দের কথা—sympathy এবং empathy। কোনও বস্তু দেখলে আমাদের মনে যে আনন্দদায়ক উচ্ছ্বাস (pleasurable emotion) হয় সেটা আমাদের সঙ্গে কোনও বস্তুর sympathy-র জন্য। আর এই sympathy-কেই আমি বলছি 'ভালবাসা'। 'empathy' কথাটা জার্মান থিওরি Einfuhlung থেকে এসেছে। এই থিওরির মূল কথা হল আমাদের মনের ভাবকে বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। অর্থাৎ বস্তুতে আমাদের

মনের ভাবকে প্রতিবিম্বিত করা—বস্তুতে আর আমাদের মনের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গীভাবের সৃষ্টি করে। তাহলেও ঐ একই কথা দাঁড়াচ্ছে আমার ভালবাসার বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে বস্তুকেই উদ্বুদ্ধ করছি। তবে দার্শনিক পিনোজা বলেন যে আমাদের emotion-এর আর কোন তাৎপর্যই থাকে না যখন সেই emotion-এর রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। সেই কারণেই মনে হয় দার্জিলিং-এর পাহাড়ী লোকেদের কাছে সূর্যোদয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ তেমন আকর্ষণীয় নয়, যেমন বাইরের শহরতলীর লোকের কাছে প্রতীয়মান হয়। আমার ভালবাসার পাত্র কিংবা পাত্রীর পক্ষেও তাই, যতক্ষণ কিংবা যতদিন আমার 'আনন্দদায়ক উচ্ছ্বাস' আমার পাত্র কিংবা পাত্রীর পক্ষে বিকৃত না হচ্ছে অথবা আমার সেই উচ্ছ্বাসের রূপরহস্য আমার কাছে ধরা না পড়ছে ততদিনই আমার ভালবাসার পাত্র-পাত্রী আমার কাছে সুন্দর। তাই ভালবাসার মাত্রা যত গভীর হয় সৌন্দর্যের মাত্রাও তত বাড়ে। আর আমার 'আনন্দদায়ক উচ্ছ্বাস'-এর বিস্তৃতির উপর নির্ভর করছে আমার ভালবাসার স্থায়িত্ব, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যের।"

আবার প্রশ্ন হল, "তাহলে আপনার মতে কুৎসিত বলে কোন জিনিস নেই?" বললাম, "আজ্ঞে না, যে বিচারে সুন্দরের নিজের কোনও অস্তিত্ব নেই সেই বিচারে কুৎসিতেরও অস্তিত্ব নেই। সুন্দরের অন্য দিক কুৎসিত। আমার ভালবাসায় মহীয়ান হয়ে যা সুন্দর হয় তাই আবার অন্যের কাছে ঘৃণায় অবজ্ঞায় কুৎসিত হতে পারে। বেশী দিনের কথা নয়, বছরখানেক আগে রাসবিহারী এভিনিউ আর সতীশ মুখুজ্জে রোডের ধারে রোজ কলেজ যাবার পথে দেখতাম একটা মুমূর্ষু শুকনো গাছ, একটিও পাতা নেই। শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। তার শীর্ণ-শাখা-প্রশাখাগুলো যেন হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত, প্রার্থনা জানাত ভগবানের কাছে আগামী বসন্তে যেন তার দেহ পুলকিত হয়, শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হয় নব কিশলয়োদ্গমে। কলেজ থেকে ফিরবার পথে আকাশের রক্তিম ছটার নীচে শীর্ণকায় গাছটিকে অপরূপ লাগত। একটু উঁচু থেকে দেখতে আরো ভালো লাগত। তাই রোজ অপেক্ষা করতাম দোতালা বাসের, আর অপেক্ষা করতাম কখন সেই গাছটিকে দেখবো। সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম গাছটিকে। একদিন উৎসাহ ভরে আমারই কয়েকজন শিল্পীবন্ধুকে দোতলা বাসে নিয়ে এলাম আমার প্রিয় বস্তুটিকে দেখাতে। সবাই প্রস্তুত হয়েছিল—একটা অপূর্ব কিছু দেখবে। দেখার পরে কিন্তু কারও মুখে কথা নেই, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমি বুঝলাম আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, ওদের ভাল লাগেনি। একজন তো বলেই বসলো রীতিমত কুৎসিত। আমার ভালবাসার মাত্রা তাতে কিন্তু এতটুকুও কমে নি।

মাত্র কয়েকদিন পরেই একদিন দেখি অনেক লোক জমেছে রাস্তার ধারে, গাছটির সদ্গতি হচ্ছে, কেটে কেটে চেলা করা হয়েছে, বোধহয় কেওড়াতলায় অন্য কোন শবের সদ্গতির জন্য। মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের কথা, যেদিন আমার ভালবাসা দিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম গাছটিকে। তারপর রোজ কলেজে যাওয়া-আসার পথে তার সৌন্দর্যে অবগাহন করা। মনে পড়ল তার অন্তিমকালের শতবাহু তুলে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে প্রার্থনা—হারানো যৌবন ফিরে পাবার ব্যাকুলতায়। বাড়ি থেকে কলেজে রোজ যাওয়া-আসার পথে দেখতাম গাছটিকে ঘিরে যে রূপের সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে বিরাট একটা ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে। আজও নিজের মনের কন্দরে সেই বিরাট ফাঁক অনুভব করি বিগত প্রিয়জনের অনুপস্থিতির স্মৃতির মতই।"

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে একজন বললে, "বাঃ চমৎকার, আপনি তো মশায় কবি লোক, একটা শুকনো গাছ নিয়ে বেশ খানিকটা কবিত্ব করলেন।" কিন্তু আমরা সাধারণ লোকেরা তো আথছার ওরকম কত গাছ দেখছি, কই সৌন্দর্য তো খুঁজে পাই না, ভালবাসা তো দূরের কথা।"

আমি একটু ঢোক গিলে ইতস্তত করে বললাম, "আজ্ঞে সত্যিকারের ভালবাসতে পারা আর তার মধ্য দিয়ে সুন্দরকে খুঁজে পাওয়া খুব সোজা নয়, প্রায় ভগবদ্দর্শনের মতো। এই দেখা কিংবা অনুভব করা পূর্ণ উপলব্ধি ছাড়া হয় না। ভগবানকে কি আর সত্যই চোখে দেখা যায়? সুন্দরও তাই! আপনাদের, মাপ করবেন, সাধারণদের জন্যে দার্জিলিং কিংবা কাশ্মীরের বাঁধানো সড়ক রয়েছে, অথবা হাওয়ায় উড়ে গেলে আরও তাড়াতাড়ি 'সুন্দরে' পৌঁছবেন।"

কমিশনের সদস্যটি দেখলাম একটু অপ্রস্তুত হলেন। থতমত খেয়ে বললেন, "তা—মানে—ইয়ে.....।" সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সদস্য তাঁর সাহায্যে আসলেন। কথাটার মোড় বেমালুম ঘুরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বলতে পারেন, আর্টের সঙ্গে সুন্দরের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? শিল্পী কি সুন্দরের উপাসক?" উত্তর দিলাম, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে, পুরাতন-পন্থী, বিশেষ করে ভারতীয় আদর্শবাদীরা সুন্দরকে আর্টের আদর্শ বলেই মনে করে এসেছেন এবং শিল্পী সেই হিসেবে নিশ্চয়ই সুন্দরের উপাসক। কিন্তু অন্যদিকে আজকাল সুন্দরকে আলাদা করে দেখবার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন, ক্রোচে সুন্দরকে বলেছেন অভিব্যক্তি (expression) অথবা সহজ জ্ঞানের অভিব্যক্তি (The expression of intitution), ফ্রয়েডের চেলারা বলেছেন মহানভাব (sublimation), হার্ডার মানুষের বস্তুতে প্রতিফলিত সূক্ষ্ম অনুভূতির (empathy) উপরই জোর দিয়েছেন বেশী। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে সৌন্দর্য-গুণবাচক বস্তুসত্তা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঠিক আছে, শুধু বিভিন্ন দার্শনিক বা পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের নামকরণ ভিন্নরূপ হয়েছে মাত্র। আর এ কথাও ঠিক যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যের সঠিক হদিস করতে গিয়ে একটা অবস্থা প্রকট হয়ে উঠছে। সেটা হচ্ছে মানুষের মনের অবস্থা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরকে যাচাই করা হচ্ছে। আর্টের সঙ্গে মনের এই অবস্থার অঙ্গাঙ্গি ভাব থাকলেও আর্টে সুন্দরের সঠিক নির্দেশ কোথাও নেই। সুন্দরের নির্দেশ শিল্পীর নিজের কাছেই। সে আগে সুন্দরের উপলব্ধি করে পরে তাকে রূপ দেয়। আর্টের ক্ষেত্রে প্রথমে পূর্ণ উপলব্ধি (realisation) পরে মানস দৃষ্টিতে চাক্ষুষ করা (visualisation) সর্বশেষে অভিব্যক্তি (expression)। সোজা কথায় প্রকৃতিগত সৌন্দর্যের উপলব্ধি থেকেই আর্টের অভিব্যক্তি আসে। কিন্তু তাহলেও সৌন্দর্য আর আর্ট এক নয়। কারণ, কখন কি ভাবে শিল্পীর মনের সংখ্যাতীত তরঙ্গের কোন এক পর্দায় কি ভাবে কোন সুর বেজে উঠবে তা আমাদের জানা নেই, আর সেই সুরের প্রকাশ শিল্পী যে নিজস্ব ভঙ্গীতে করবে তার সঙ্গে কতটুকুই বা আমাদের পরিচয় রয়েছে? শিল্পীর ভালবাসা বা উপলব্ধি দিয়ে যে বস্তু-সত্তাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ যখন আর্টে হল তখন শিল্পীর রূপান্তরিত ভালবাসা আর ভালবাসা থাকল না, হল ভালবাসার ব্যাখ্যা। ছবি, মূর্তি, নাচ, গান এ সবই হচ্ছে ঐ একই ভালবাসার ব্যাখ্যা অথবা সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি।"

এক্সপার্ট প্রশ্ন করলেন, "তাহলে আপনার মতে শিল্পী সুন্দরের উপাসক হলেও সুন্দরের সৃষ্টি করছেন না।" উত্তর করলাম, "আজ্ঞে তাই। তবে শিল্পীর সৃষ্টিকে দেখে যদি কেউ প্রেমে পড়ে, ভালবাসে, তবেই সেই শিল্পসৃষ্টি সুন্দর হল। এখানেও আবার ঐ একই কথা উঠছে, দর্শকের অথবা শ্রোতার ভালবাসায় শিল্পসৃষ্টি মহান অথবা সুন্দর হয়ে উঠছে। এখানে শিল্পীর কাজ হল দুটি ভালবাসা ও উপলব্ধি করা এবং উপলব্ধিকে ব্যাখ্যা করা আর দর্শকের বা শ্রোতার কাজ হল শুধু সেই ব্যাখ্যাকে উপলব্ধি করা। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের আমরা বলে থাকি নীরব কবি। তারাও আধা-শিল্পী। তারাও ভালবাসতে জানে, উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তাদের ভাষা নেই সেই উপলব্ধিকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করার।"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে এক্সপার্ট বললেন, "দাঁড়ান মশায়, সব গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আপনার মতে তাহলে শিল্পী সুন্দরের সৃষ্টি করেন না, সুন্দরের ব্যাখ্যা বা নিজস্ব উপলব্ধিকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন? কিন্তু সেই প্রকাশিত উপলব্ধি সুন্দর না হলে লোকে তা গ্রাহ্য করবে কেন?" আমি বললাম, "যথার্থ। আপনার প্রশ্নটিকেই একটু ঘুরিয়ে আমি আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি। তাহলে কি লোকের গ্রাহ্য-অগ্রাহ্যের উপর শিল্প সৃষ্টির মান নির্ভর করে? তা যদি হয় তবে মিঃ টমাস তো সার্থক শিল্পী। আরও কয়েক ধাপ উপরে উঠলেও অর্থাৎ রবি বর্মার ছবির লোকপ্রিয়তা কি তাহলে তাঁর ছবির সৌন্দর্য বা মাহাত্ম্য প্রমাণ করছে, না লোকদেরই আপেক্ষিক অজ্ঞানতা প্রকাশ করছে?"

এক্সপার্ট কটাক্ষ করে আবার প্রশ্ন করলেন, "তাহলে যে আপনি বলছিলেন ভালবাসার কথা। লোকেরা যদি সত্যিই তাদের ভালবাসা দিয়ে মিঃ টমাস কিংবা রবি বর্মার ছবিকে মহান করে তোলে তবে ক্ষতি কি?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে ক্ষতি কিছুই নেই, তবে সাধারণ লোকের পক্ষে সত্যিকারের ভালবাসা সম্ভব

কি? আমি দৈহিক ভালবাসার কথা বলছি না, বলছি ভালবাসার মর্মের কথা, যা দেহকে উদ্বুদ্ধ করে না, করে মনকে, আর যে ভালবাসার গভীরত্ব প্রার্থিত বস্তু কিংবা পাত্র কিংবা পাত্রী জয় করে। একটি গানের কথা মনে পড়লো। প্রেমিক প্রেমিকাকে বলছে, 'তোমার যত ভালবাসা মুসলমানের মুরগী পোষা...।' সত্যিই তাই, সাধারণের পক্ষে মিঃ টমাসের ছবিকে ভালবাসাও তাই মুরগী পোষার মত,—পুষে, ভালবেসে, তাকে বড়ো করে জবাই করে খেয়ে ফেলা। তাই এখানে বিবেচ্য হচ্ছে ভালবাসার গভীরত্ব (intensity), কতখানি ভালবাসছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে দেখা যাবে যে ভালবাসার গভীরত্বের যেমন স্তরভেদ রয়েছে তেমন শিল্পের রসোপলব্ধির মধ্যেও স্তরভেদ রয়েছে। সত্যিকারের ভালবাসতে পারাও যেমন অসাধারণ তেমনি সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টিও অসাধারণ, আর সেই জন্যই সত্যিকারের অসাধারণ শিল্পসৃষ্টিকে ভালবাসতে পারে অসাধারণ লোকেই, সাধারণ সাধারণের অর্থেই সাধারণ। অসাধারণ সাধারণের বাইরে বলেই অসাধারণ।"

প্রশ্ন হল, "আর্টের তাহলে সার্বজনীন কোনও appeal নেই?" উত্তর দিলাম, "এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় 'না'। তারও কোনও কোনও ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাবে একটা সার্বজনীন স্বীকৃতি হয়। তাও যেখানে আর্টের মূল বক্তব্য হচ্ছে প্রবৃত্তিজাত সেখানে আর্টের বিষয়বস্তু বা গল্প শিল্পের ভাষার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীর আর্টের ওলট-পালট হয়েছে অনেক। আজকাল আর্ট বুদ্ধির তেজে প্রদীপ্ত, শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার গরিমায় স্বাক্ষরিত। সেখানে স্বল্পবুদ্ধি সাধারণের প্রবেশ সম্ভব কি করে? তাই সাধারণের জন্য সাধারণ শিল্পীর আর্ট আর অসাধারণের জন্য অসাধারণ, এই তো ব্যবস্থা। এ নিয়ে এতো গোলমাল হয় কেন? আর্টের দেহকে গড়বার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই কিন্তু আর্ট বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান দেহসর্বস্ব কিন্তু আর্টের মূল কথা মন। রসায়ন-শাস্ত্রে জলের ফরমুলা হল H_2O, সাধারণ এই ফরমুলায় কাজ করলে জল পাবে; কিন্তু আর্টের এমন কোন ফরমুলা নেই যাতে সাধারণ লোক আর্টের কোন চেহারার হদিস করতে পারে। মুশকিল হচ্ছে এইখানে।

তবে আমরাই যে আজ প্রথম বিংশ শতাব্দীতে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি তা নয়। আমাদের বহু বৎসর আগে, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হবে, তখন থেকেই এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন অনেক দার্শনিক মহারথীরা। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সব চেয়ে প্রথমে এর একটা সোজা পথ বার করবার চেষ্টা করেছিলেন সুন্দরের বিশ্লেষণ করে। বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো বস্তুর প্রাথমিক জ্যামিতির মূলতত্ত্ব।

প্লেটোর মতের মোদ্দা কথা হল এই যে সমতল ক্ষেত্রে সরল কিংবা বাঁকা রেখার বন্ধনী দিয়ে তৈরী একটা square, triangle, circle ইত্যাদি এবং ঘন ক্ষেত্রে সরল কিংবা বাঁকা রেখার বন্ধনী দিয়ে তৈরী একটা cube, cone, sphere কিংবা cylinder—এদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুন্দরের আসল সত্তা যা এমনিই ভালো লাগে আর যা চিরকালের জন্য সুন্দর। এ তো গেল গঠন (form)-এর কথা। তেমনি রঙ, রেখা এদেরও নিজস্ব কতকগুলি গুণ রয়েছে যা আপনিই সুন্দর, যা সর্বকালে সর্বদেশে সর্বজনপ্রিয়। একটি শিশুও রঙ দেখলে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়; গোল বল পেলে আনন্দে নেচে ওঠে। তাইতো ফুলকাটা রঙিন কাগজের গোল ফুল টানিয়ে রাখা হয় শিশুর দোলনা কিংবা বিছানার কাছে। শিশুর যা কিছু খেলনা সবেতেই তো রয়েছে elementary form কিম্বা primary colour। আদিম যুগের মানুষের বর্বরোচিত প্রবৃত্তি তো সুন্দরের ঐ একই সন্ধান দিয়েছে।"

এক্সপার্ট একগাল সমঝদারের হাসি হেসে বললেন, "আপনি দেখছি প্রিমিটিভ আর্টের ভক্ত। আর আপনার মতে প্রিমিটিভ আর্টই সত্যিকারের আর্ট আর তাই সর্বজনগ্রাহ্য কারণ তার মধ্যে রয়েছে elementary form এবং primary colour.

আমি বললাম, "ঠিক তা নয়, রঙ, রেখা, ফরম, ব্যালান্স, হার্মনি, রিদম্ ইত্যাদি গুণগুলো সার্বজনীন ইমোশন সৃষ্টি করার পক্ষে কার্যসকরী হলেও বিভিন্ন শিল্পীর হাতে তার ব্যবহারের তারতম্যের উপরেই শিল্পসৃষ্টি নির্ভর করছে। রঙ, রেখা, ফরম্ ইত্যাদি গুণগুলো যতক্ষণ নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে ততক্ষণই সুন্দর। শিল্পী মনের বিভিন্ন অবস্থার সান্নিধ্যে এসে শিল্পীর প্রভাবে নিজের সর্বজনগ্রাহ্য গুণের মহিমা হারায়, আর শিল্পসৃষ্টির তখন নতুন একটা চরিত্র

দাঁড়ায় যা সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব। আমার ভালবাসা দিয়ে যদি সেই নতুন চরিত্রের দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারি তবেই তার রস উপলব্ধি করে আমার পক্ষে সুন্দরে পৌঁছনো সম্ভব হবে।"

তখন ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজার আওয়াজ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের সদস্যেরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন লাঞ্চে যাবার জন্যে। আমিও বুঝলাম সুন্দরের পালা শেষ হয়েছে, এবার পেটের ডাক পড়েছে। ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম, তাহলে কি পেটের কাছে ইসথেটিকস, সুন্দর, ভালবাসা, আর্ট—এই সবই বিকিয়ে আছে?

পরিচয়। অগ্রাণ। ১৩৬৩ ২৬শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা থেকে সংকলিত।

পড়ে আছে চুপ
পাথরের স্তূপ।
তারি গায়,
হাতুড়ির ঘায়—
ফোটে কি
অরূপ?

যাদুমন্ত্র
জানে বুঝি তায়?
নতুবা
ছেনির আগায়
স্তনবৃন্ত দুটি—
মুখপানে চেয়ে
ঠিক
নির্নিমিষ
থাকে কেন
ফুটি?

ভাস্কর ধনরাজ ভগত নির্মিত ভাস্কর্য। ভাস্কর্যটির নাম : ঘরের পানে।

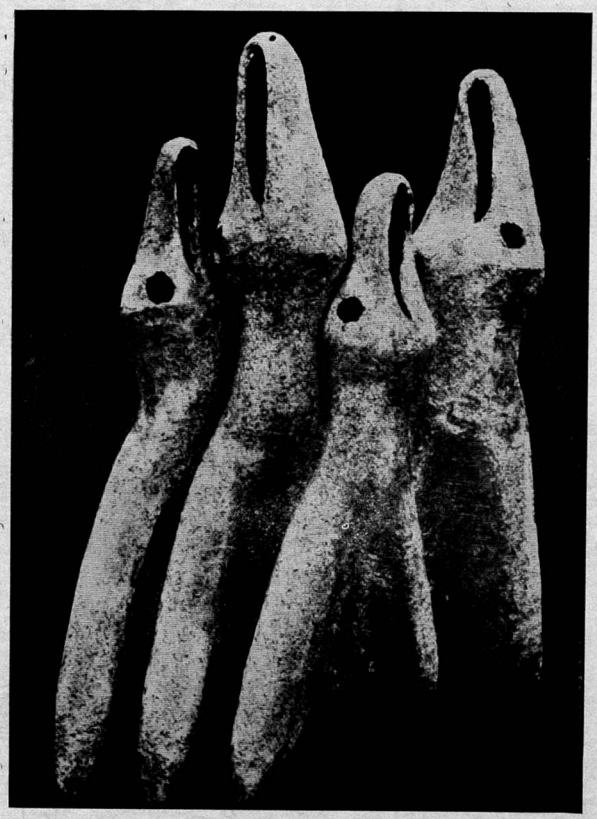

ভাস্কর চিন্তামণি কর

মঞ্জুশ্রী সিন্‌হা
দক্ষিণ কোলকাতার একটি খ্যাতনামা কলেজ-এর অধ্যাপিকা। ভাস্কর চিন্তামণি কর-এর সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় মূল্যবান এ-প্রবন্ধ পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সুনিশ্চিত সফলকাম।

দেশে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সাহিত্যজগতে যেমন নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি শিল্প এবং চারুকলার ক্ষেত্রেও নূতনের অভ্যুদয় ঘোটেছিল। সাহিত্যে যেমন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা দেখা দিল, ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রেও সেই একই প্রকার পাশ্চাত্য শিল্পজগতের সহিত পরিচয়ের একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হোয়েছিল। বহু

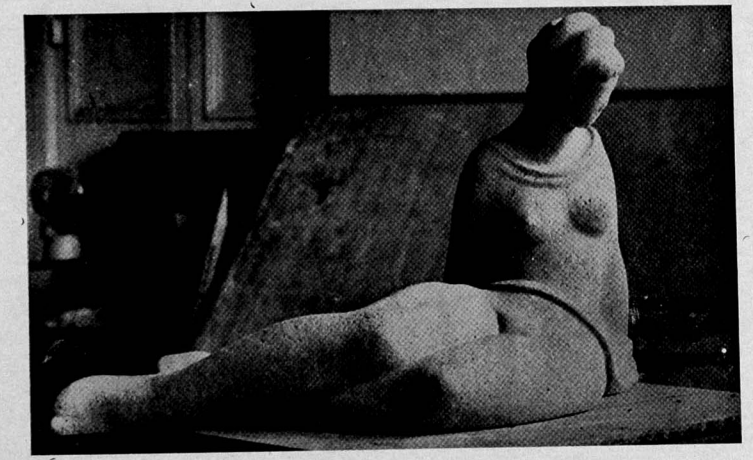

একটি নারীমূর্তি। ভাস্কর : চিন্তামণি কর।

শিল্পী, পাশ্চাত্য শিল্পের আদর্শে এদেশেই হাতেখড়ি নিয়ে, উচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে শিক্ষালাভ কোরেছিলেন। তাঁদের সকলকে ঠিক এক পংক্তিতে ফেলা যায় না। কারণ এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন শিল্পী, যাঁদের গোড়াপত্তন হোয়েছিল ভারতীয় ঐতিহ্যমূলক শিল্পধারায়, তাঁরাও নূতনের সন্ধানে বিদেশে গিয়ে শিল্পদক্ষতা অর্জনের চেষ্টা কোরেছিলেন। ভাস্কর চিন্তামণি কর এই দ্বিতীয় দলভুক্ত। তাঁর শিল্পশিক্ষা

ও শিল্পাদর্শ আজ সুপরিণত ও বিশিষ্ট পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। শিল্প-শিক্ষার্থী চিন্তামণি কর-কে প্রথম দেখা যায় 'ভারতীয় প্রাচ্য কলা পরিষদে' (ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট'স্) উড়িষ্যার ভাস্কর্য-শিল্পী গিরিধারী মহাপাত্রের ছাত্ররূপে। বংশানুগতভাবে যে ধারায় ভাস্কর গিরিধারী শিক্ষালাভ কোরেছিলেন তাতে কালের সঙ্গে পা ফেলার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। বর্তমান যুগের মানুষ শ্রীকর-এর মনকে সেই ধারা আকর্ষণ কোরতে অক্ষম। তাই তিনি সুরু কোরলেন ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ছাত্ররূপে ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রশিক্ষা। এই ভারতীয় ভাবধারার ভিত্তি মূলতঃ শ্রীকর-এর শিল্পের মধ্যে রূপান্তরিত হোয়ে আজও বেঁচে আছে। তাই ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুত বুর্দেলের একাডেমীতে ভাস্কর্য শিক্ষালাভ কোরেও, তাঁর মূর্তিকলায় পাশ্চাত্য শিল্পদক্ষতার আবরণ ভেদ কোরে মূর্ত হোয়ে আছে ভারতীয় কলাশিল্পের প্রাণসত্তা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলার যখন পূর্ণ অভিব্যক্তি বাইরে, সেই সময়ে দিল্লীতে তিনি আপন স্টুডিয়োয় বহু কাজ কোরেছিলেন, সেগুলি প্রধানতঃ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিমূর্তি বা পোট্রেট্। দিল্লীতে তাঁর একক প্রদর্শনী দেখে বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচকগণ বার বার তাই এই মতই প্রকাশ কোরেছিলেন যে, শ্রীকর-এর প্রতিমূর্তিগুলিতে ব্যক্তিবিশেষের সাদৃশ্য-নৈপুণ্য প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও ভাস্কর্য হিসাবে অতিশয় মৌলিক সৃষ্টি। তাঁরা আরও বোলেছিলেন :

"If Kar is superb in his compositions, his portrature too deserves the highest praise ; for all his portraits possess what one visitor justly called 'the uncanny quality of life in stone bronze or plaster'."

তাঁর প্রদর্শনীর উদ্বোধন সম্বন্ধে দিল্লীর ষ্টেট্স্ম্যান পত্রিকা লিখেছিল :

'When Sir Maurice Gwyer opened last night an exhibition of sculptures and painting by Chintamoni Kar, he very justly remarked that the advent of a great sculptor like Kar is doubly remarkable ; for Indian plastic art has

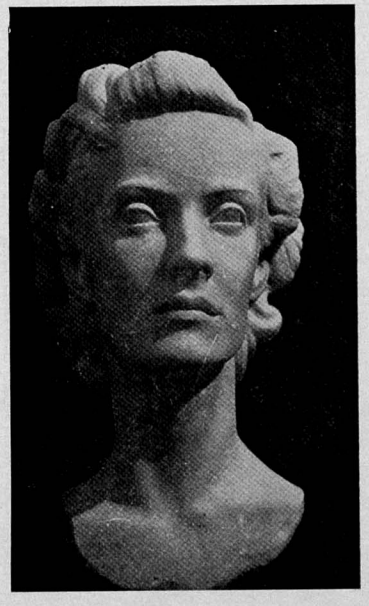

ভাস্কর চিন্তামণি কর-কৃত
আর একটি মূর্তির প্রতিলিপি।

সুপরিণত বিশিষ্টতায় সার্থক এই রূপসৃষ্টির স্রষ্টা : চিন্তামণি কর।

been dead for about a thousand years, and if there comes a revival of this branch of art, in which India once excelled, Chintamoni Kar will have a notable share in it. . . ."

এইভাবে দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা ও সুখ্যাতি লাভ কোরলেও তাঁর মন এতে তৃপ্ত হোল না। তিনি নিজের পারদর্শিতা যাচাই কোরে নিতে চাইলেন বিশ্ব-শিল্পের দরবারে, পাশ্চাত্য-শিল্পীদের সঙ্গে। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই তিনি চোলে যান ইয়োরোপে। লণ্ডনে তাঁর স্টুডিও শীঘ্রই হোয়ে উঠলো খ্যাতনামা বহু শিল্পীর আলাপ আলোচনার স্থান। সেখানে একটানা দীর্ঘ দশ বছর ধোরে তিনি যেভাবে নিজেকে শিল্পসাধনায় ব্যাপৃত রেখেছিলেন তার ঘটনাবহুল বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হোয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই সময় লণ্ডনে রয়্যাল একাডেমী, রয়্যাল সোসাইটি অব বৃটিশ আর্টিস্টস্, লেস্টার গ্যালারী প্রভৃতির বিশিষ্ট প্রদর্শনীসমূহে তিনি প্রতি বছর যোগদান কোরেছিলেন তো বটেই, এছাড়া তাঁর আয়োজিত চারটি একক প্রদর্শনী, লণ্ডনের ও প্যারিসের শিল্পী-সমাজ থেকে প্রভূত সমাদর ও সম্মান পেয়েছিল।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালে চিন্তামণি কর 'রয়্যাল সোসাইটি অব বৃটিশ স্কালপ্টরস্'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

উনিশশো আটচল্লিশ সালে ইণ্টার ন্যাশনাল স্পোর্ট ইন্ আর্ট প্রদর্শনীতে তিনি গ্রেট বৃটেনের পক্ষ থেকে অলিম্পিক ক্রীড়ার রৌপ্যপদক লাভ করেন, ব্রোঞ্জ নির্মিত তাঁর 'স্কেটিং দি স্ট্যাগ্' মূর্তির জন্য। লণ্ডনে তাঁর যে একক প্রদর্শনী হোয়েছিল, সে সম্পর্কে 'জার্নাল অব দি রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস্'-এ যে মন্তব্য করা হয়, তা থেকে সামান্য অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল :

'All the groups and single figures in this collection attest the artist's delight in embodying his inspiration in his chosen medium, producing in his chosen medium, producing a work which expresses his idea in forms of

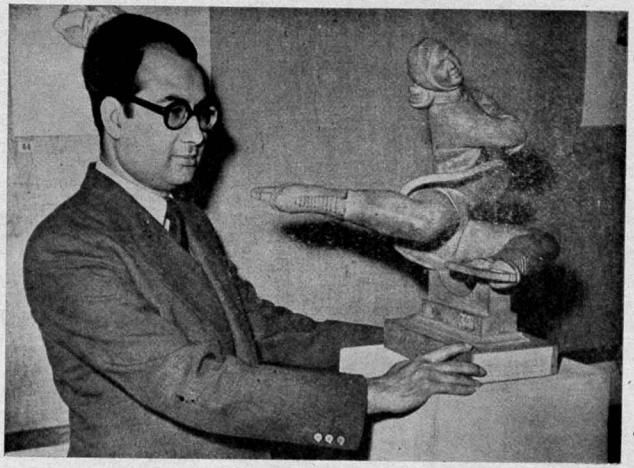

'স্কেটিং দি স্ট্যাগ' মূর্তিসহ ভাস্কর।

beauty from whichever side they are viewed. There is in Mr. Kar's figures—in the supple limbs, ease of pose and elimination of bone—an interesting reminder of the temple sculptures of India. This may be seen, perhaps, as an unconscious assertion of true Indian genius controlling the effects of western contact (11th February, 1949)'

উনিশশো পঞ্চাশ সালে প্যারিসে তাঁর একক প্রদর্শনী, ফরাসী শিল্পী-মহলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

শ্রীকর এখনও তাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে অনুসরণ ও অনুকরণ কোরে চলেছেন, ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাণ স্পন্দনটিকে। কারণ তিনি বলেন যে, একমাত্র সেকালের ভারতীয় ভাস্করগণই অন্তহীন সময়কে নানা আকৃতির ছন্দের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ কোরতে পেরেছেন এবং অসীমের বিস্তারকে সীমায় নিবদ্ধ রাখতে সক্ষম হোয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর ব্রাঙ্কুসির সঙ্গে আলোচনা কোরে তিনি বিস্মিত হোয়েছিলেন যে, আধুনিক ভাস্কর্যের পুরোধা ব্রাঙ্কুসিও ভারতীয় ভাস্কর্য পর্যবেক্ষণ কোরে এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। শিল্পী এপ্স্টাইন্ও যে এই মত পোষণ কোরতেন, কথা-প্রসঙ্গে বহুবার তিনি তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ ভাস্কর হেনরী মূর তাঁর সঙ্গে আলোচনায় এই সত্যে উপনীত হোয়েছিলেন যে,—যে আদর্শে বর্তমান পাশ্চাত্য-শিল্পের আধুনিকতা সম্পূর্ণতা লাভ কোরবে তা, ভারতীয় শিল্প-দর্শন হোতে খুব বিভিন্ন নয়।

আধুনিক যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য-শিল্প ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁর যা অভিমত সে সম্বন্ধে তিনি জানান যে : 'সাধারণভাবে উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য বোলতে দর্শক দেখতে চায় প্রাকৃতিক প্রাণী, বস্তু বা মানুষের আদলের হুবহু নকল। এর ব্যতিক্রম হোলেই সেই ভাস্কর্যরূপকে উপলব্ধি করেন সংখ্যালঘিষ্ঠ সমজদাররা। আশ্চর্যের বিষয়, ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকে উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য সৃষ্টি হোয়ে এসেছে এবং তার স্বরূপ, বাস্তবের নিছক অনুকৃতিকরণ নয়। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে দেখা যায়, সেই ভাস্কর্য দৃষ্টিকে অবহেলা করা হোয়েছে। তখন তা থেকে রস গ্রহণের আগ্রহ স্তিমিত হোয়ে এসেছে এবং তার পরিবর্তে পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের আদর্শই আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ কোরেছে। এই সময় বাস্তবের নকল করার নৈপুণ্যই ছিল ভাস্কর্য সৃষ্টির সবচেয়ে বড় অঙ্গ। বিগত কয়েক বৎসর ধোরে ইয়োরোপে ও অন্যান্য দেশে, ইয়োরোপে-অনুপ্রাণিত শিল্পধারায় এ্যাবস্ট্রাক্ট রূপাভিব্যক্তির যে আন্দোলন চোলেছে, তারই ঢেউ আজ ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যেও এনে ফেলেছে সেই অনির্বচনীয় (অ্যাবস্ট্রাক্ট্) রূপগঠনের অভিনব জাগরণ। ভারতীয় শিল্পরাজ্যে অতীতের ভাস্কর্য সম্পদ, যে বুদ্ধি ও উপলব্ধির খনি থেকে সংগৃহীত হোয়ে, সঞ্চিত হোয়ে আছে, তারই পাশে নূতন ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালের জৌলুষে পাওয়া এই অব্যক্ত ও দুর্জ্ঞেয় আধুনিক শিল্প-সংগ্রহ মনে হয় এ-যুগের বিরাট একটা পরিহাস।

ইয়োরোপীয় শিল্পধারায় উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়নি বা হোচ্ছে না, এমন কথা বোলছি না। তাদের শিল্পাদর্শে, বহু শতাব্দী ধোরে বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠরূপ প্রকাশ পেয়ে, আজ অরূপের অন্বেষণে এক সুগভীর দার্শনিকতা বিকাশের আভাস দেখা দিয়েছে। এ হোল সেই জাতীয় দার্শনিকতা, যার পরিপূর্ণতায় প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য রোয়েছে ভরপুর।

আধুনিক যুগে ভারতে আমাদের মধ্যে অনেকে, যাঁরা শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চান, তাঁরা কেউ কেউ দোটানার মধ্যে পোড়ে গিয়ে ঠিক মতো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। তথাকথিত ভারতীয় ঐতিহ্যমূলক শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা কোরেছেন অনেকে;

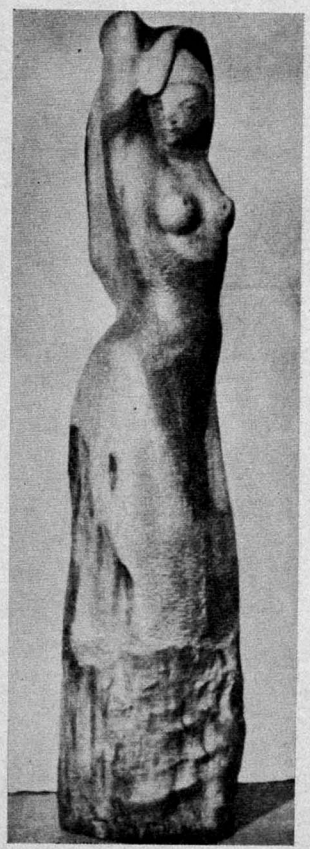

কাঠের বুকে আঁকড়ে তোলা রমণীয় নারীমূর্তি। রূপকার : চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর চিন্তামণি কর। ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও তাঁর খ্যাতি প্রসারিত।

চিন্তামণি-কৃত ভাস্কর্যের সাবলীল ভঙ্গিমা, সকল বাহুল্য বর্জিত নমনীয় লাবণ্য ভারতের চিরায়ত মন্দির-ভাস্কর্যকে মনে কোরিয়ে দেয়।

আবার অনেকে বর্তমান ইয়োরোপীয় শিল্পধারায় অনুপ্রাণিত হোয়েছেন। কিন্তু উভয় পথাবলম্বীদের অবস্থাই শোচনীয়। হিতোপদেশে আছে—'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'। এইখানে আমরা কোন্ অর্ধটিকে বাঁচিয়ে রেখে, কোন্‌টিকে ত্যাগ কোরব—সেইটেই হোয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা। কিন্তু ভারতীয় শিল্পধারণার উৎসটিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান কোরলে, এই সত্য আবিষ্কার করা খুব শক্ত নয় যে, বাস্তব ও অনির্বচনীয়কে রূপদান কোরতে গিয়ে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা কোনো স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ রাখেন নি। বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির এই সম্মিলিত দর্শনই মনে হয় ভারতীয় শিল্পের মূল ভিত্তি।

ভারতীয় ভাস্কর্যের স্রোত বহু শতাব্দী ধোরে নিরুদ্ধ থেকে যাওয়ায় মনে হয় যেন, কোনো মহান সঙ্গীতের অনুরণনটুকু রোয়ে গেছে এবং ভারতীয় শিল্পসত্তায় উদ্বুদ্ধ মন, ঐ অনুরণনকে অনুসরণ কোরে চাইছেন সেই আরব্ধ সঙ্গীতের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ভারতে শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কলাশিল্পের প্রাণহীন অনুকরণে বা অনুসরণে সম্ভব নয়। প্রাচীন

বিশ্রামরতা। ভাস্কর : চিন্তামণি কর।

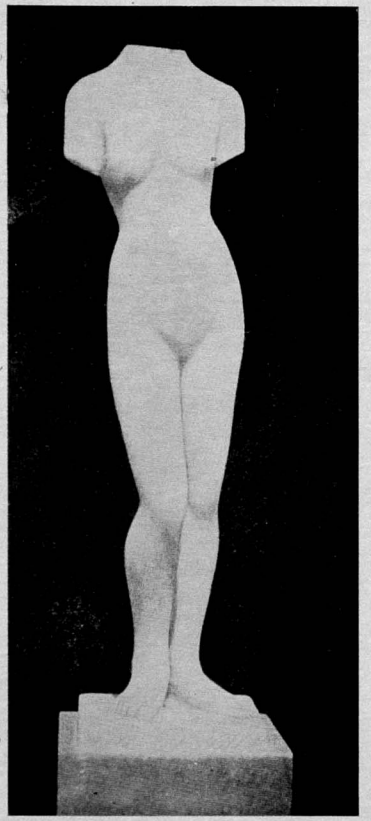

কমনীয় রমণী তনু। চিন্তামণি কর-কৃত ভাস্কর্য।

ভারতীয় শিল্প, বহুযুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ কোরেছিল, সেই ধারণাকে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত, এদেশে শিল্প-বিভ্রাট মেটাবার নয়। বাস্তব দর্শনে উৎকটভাবে আসক্ত পাশ্চাত্য-শিল্পী ও শিল্পরসিকগণ এককালে, আমাদের দেশের লাল, হলুদে, সাদা, সবুজ ও নীল রঙের মানুষের মূর্তি দেখে, একটা প্রিমিটিভ্ জাতির বুদ্ধিহীন অমার্জিত শিল্পরুচির প্রকাশ বোলে অবজ্ঞা কোরেছিলেন। আমাদের দেশজ তৎকালীন শিল্পরসিকগণের মধ্যেও অনেকে, তাদের এই মতবাদকে সত্য বোলে ধোরে নিয়ে ছিলেন। আবার অধুনা, যখন মনোরাজ্যের রঙ ও রসের স্বাদ পেয়ে ইয়োরোপীয় শিল্পীরা পাঁচ সাত রঙা মানুষ, জীব ও প্রকৃতির মনগড়া রূপের অবতারণা আরম্ভ কোরেছেন, তখন আমাদের তথাকথিত অগ্রগামী শিল্পী-কুল লাল, হলুদে, সাদা, সবুজ ও নীল রঙের মানুষ ও জীবজন্তুর রূপ দেওয়াটা, এক অভিনব সাহসিকতা বোলে নিজেদের তারিফ কোরছেন। এঁরা কেউ একবার গভীরভাবে আলোচনা কোরে দেখেছেন কি না সন্দেহ হয় যে, এই দেশেই এক সময়ে কল্পনা ও বাস্তবকে সম্পূর্ণভাবে একাঙ্গীভূত কোরে শিল্পীরা পৌঁছে-ছিলেন রূপরচনার শেষ সীমানায়। এবং যার গভীর প্রভাব এদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যেও দেখা যায়। তাই দেখি, প্রস্তরখণ্ডের মনোলিথিক শিবলিঙ্গ কিংবা বট অশ্বত্থ গাছের তলায় সিদুরেলেপা নুড়ি ও মন্দিরের গর্ভগৃহ অলঙ্কৃত পঞ্চানন মূর্তি এবং নট-রাজের অপূর্ব নৃত্যচ্ছন্দময় মূর্তি থেকে উপলব্ধ হোচ্ছে সেই একই ধারণা। যে শিল্পবোধ, যে দর্শন, এই বাস্তব ও অ্যাবষ্ট্রাক্ট্ শিল্পরূপকে একাঙ্গীভূত কোরে জাগাতে পারে ভক্তি, পৌঁছে দিতে পারে পূজারীর প্রার্থনা ও অর্ঘ্য, বহুরূপে বিকশিত একই দেবতার বেদীমূলে; সেই দর্শন এবং সেই দৃষ্টিরই সাক্ষাতে, রুদ্ধ ভারতীয় শিল্পের ধারা আবার অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হবে।'

চিন্তামণি কর-এর ভাস্কর্যের মূলরূপ হচ্ছে—মাটি, পাথর, বা কাঠের উপকরণে অনাবশ্যক এবং জটিল অঙ্গের পুংখানুপুংখ রূপকে বর্জন কোরে আকৃতির মুখ্য সংগতিকে অভিব্যক্ত করা। এ যেন এক অর্কেস্ট্রা! প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্র নিজ সত্তাকে বিলুপ্ত কোরে

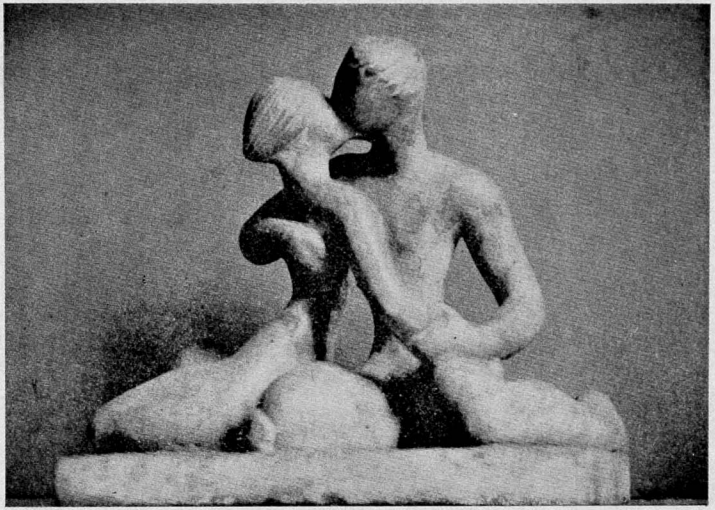

চিন্তামণি কর-কৃত আলিঙ্গনাবদ্ধ নর ও নারী।

সম্মিলিত সংগীতে জাগ্রত হওয়ার প্রচেষ্টা। তাই তাঁর নির্মিত ভাস্কর্যে, বিষয়বস্তুটিকে প্রাধান্য দিতে মানুষের নাক, চোখ, মুখ বা হাতের আঙুলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গঠনকে অবলেপন কোরে, একটা সাধারণ গঠনের মধ্যে পরিপূর্ণ ভঙ্গির সাবলীলতা পরিস্ফুট কোরে তোলা।

তাঁর 'স্কেটিং দি স্ট্যাগ' মূর্তি তাই প্রকাশ করে, ক্রীড়াশীল রমণীর ভঙ্গিমাধুর্য ও গতির অভিব্যক্তির সমন্বয়।

কাঠের 'ক্যারিয়াটিড্' মূর্তিতে বৃক্ষকাণ্ডের যে স্বাভাবিক ভঙ্গি তারই ছন্দকে অব্যাহত রেখে, মূর্ত হোয়েছে লীলাময়ী নারী-মূর্তির লাস্য।

শ্রীমতী দীপালী নাগচৌধুরীর প্রতিমূর্তিতে (টেরাকোটা) মাটির নমনীয়তার সংগে যুক্ত হোয়েছে প্রাচ্য রমণীর ধীর স্থির কমনীয়তা ও চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্য। এরই সংগে তুলনায় 'ফ্রিডা'র মার্বেল মূর্তি প্রকাশ করে, প্রস্তরের দৃঢ়তার সংগে পাশ্চাত্য নারীর তেজ ও গতিশীলতা।

'ঊষা ও সবিতায় পৌরাণিক রূপকে আশ্রয় কোরে ভাস্কর্যের এক অভিনব রূপ দিয়েছেন তিনি। উদিত সূর্যের পৃষ্ঠাবলম্বিত ঊষার নগ্নকায়ে, প্রত্যুষের বিশ্ব-ব্যাপী অর্ধজাগরণের রূপ উদ্ভাসিত হোয়েছে। উদ্ভীয়মান উত্তরীয় খণ্ডকে অর্ধবৃত্তের গঠন দিয়ে অর্ধোদিত প্রভাত সূর্যের প্রতীক রচিত হোয়েছে।

ঊষা ও সবিতা : ভাস্কর চিন্তামণি কর।

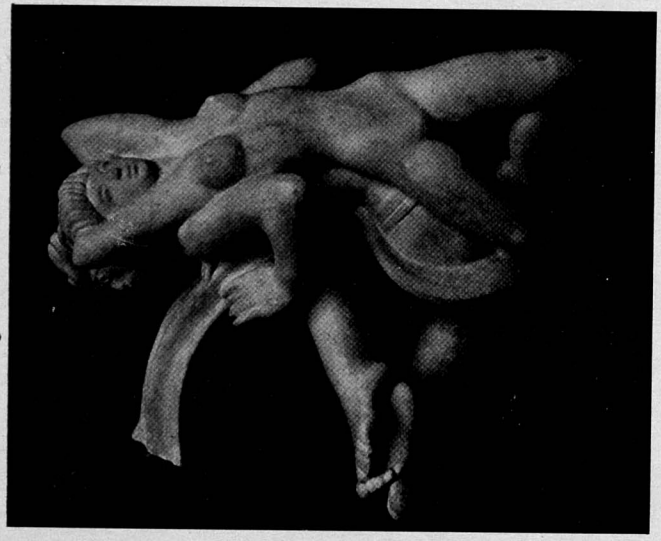

দীপালী নাগ-এর আবক্ষ মূর্তি। ভাস্কর : চিন্তামণি কর।

শ্রীকর-এর সৃষ্ট শিল্পে নভলোক ও জলরাশি এক বিশেষ স্থান অধিকার কোরে আছে। অনন্ত আকাশে ভাসমান মেঘলোক তাঁর মনকে সঙ্গী কোরে নিয়ে দূর দূরান্ত ভ্রমণ কোরিয়ে যেমন স্বপ্নবিহ্বল কোরে তোলে, তেমনি দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির তরঙ্গভঙ্গের মধ্যেও তিনি এক ইন্দ্রিয়াতীত অতল অপার রূপলোকের সন্ধান পান। জলপ্রবাহ বা জলতরঙ্গ যে তাঁর মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে তার পরিচয় পরিস্ফুট হোয়েছে অনেক মূর্তিতে। এই কারণে ইয়োরোপে তাঁর ফাউণ্টেন্ জাতীয় ভাস্কর্যের বহু প্রশস্তি হোয়েছিল। 'অণ্দিন্' মূর্তিতে দুটি নারী মূর্তির অবলম্বিত দেহে এনেছেন জলতটে তরঙ্গের লীলাখেলা। (ইয়োরোপীয় রূপকথার গল্পে শোনা যায়—জলমগ্ন তরুণীর প্রেতাত্মা রাত্রে 'অণ্দিন্'-এর রূপ ধরে।)

ভারতের ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁর লেখা দুখানি বই আছে, 'ইণ্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল স্কালপ্চার' এবং 'ইণ্ডিয়ান মেটাল স্কালপ্চার।' এ ছাড়া ইয়োরোপে যখন তিনি শিল্প শিক্ষার্থীরূপে অবস্থান কোরছিলেন,—সেই সব দিনের কথা নিয়ে লিখেছেন 'সান্নিধ্য'। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড। এর মধ্যে মনোরম ভাষায় ঐ দেশের শিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কেও অনেক আলোচনা করা হোয়েছে।

শ্রী কর বর্তমানে কোলকাতার 'রাষ্ট্রীয় চারু ও কারু-শিল্প মহাবিদ্যালয়'-এর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁর মনের মধ্যে যে সমৃদ্ধ ভাবলোক ও রহস্যময় রূপলোক রোয়েছে, সেই 'রূপ সাগরে ডুব' দিয়ে যে প্রেরণা লাভ করেন, তাকেই বিভিন্ন ধরণের মূর্তিতে নিত্য নূতন ভাব-ভঙ্গির সমাবেশে, রূপদান কোরে চোলেছেন অনলস ও অক্লান্ত ভাবে।

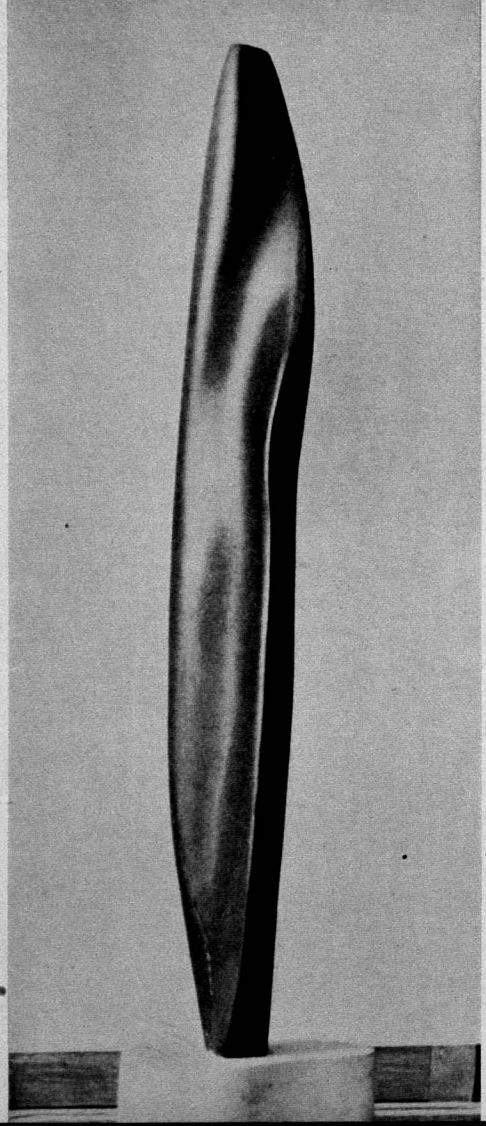

শংখ চৌধুরী-কৃত তাৎপর্যপূর্ণ ভাস্কর্য।

ভাস্কর শংখ চৌধুরী

বিশেষ প্রতিনিধি

উনিশশো ষোল। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত দেওঘরে জন্ম হোয়েছিল শংখ চৌধুরীর। দাক্ষিণাত্যে স্কুলের শিক্ষা শেষ কোরে শান্তিনিকেতনে যান। সেখানকার স্নাতক উপাধি অর্জনের পর কলাবিভাগে যোগদান। আচার্য নন্দলাল বসু—বিশেষ কোরে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-এর তত্ত্বাবধানেই চলতে থাকে তাঁর শিল্প-শিক্ষা।

শান্তিনিকেতন থেকে শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা শেষে বম্বেতে এলেন শংখ চৌধুরী।

উনিশশো উনপঞ্চাশে শিল্পীর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ও শিল্প-সমালোচক মহলে তাঁর নাম কেবলমাত্র প্রচারিত হোল তাই নয়, একজন গুণী শিল্পী হিসাবেও পেলেন স্বীকৃতি।

এরপর শ্রীচৌধুরীর য়ুরোপ যাত্রা। তথায় এইচ, হেপ্পেস-এর নিজস্ব স্টুডিও-তে পাথর খোদাই-এর বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষানবিশি। তৎকালে এইচ, হেপ্পেস ছিলেন লণ্ডনস্থ 'রয়েল কলেজ অব আর্ট'-এর সুখ্যাত শিক্ষক। সুখ্যাত এবং সুযোগ্য শিক্ষকের শিক্ষা তাঁর পরবর্তী শিল্প-অধ্যায়ে হোয়েছিল ফলপ্রসূ।

পাথর খোদাই শিক্ষা অন্তে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ সমূহ পরিভ্রমণ। নানাদেশের শিল্পেতিহাসের নানা পর্যায় বিশেষ মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করার ফলে শ্রীচৌধুরীর শিল্প-দৃষ্টি অনেকখানি

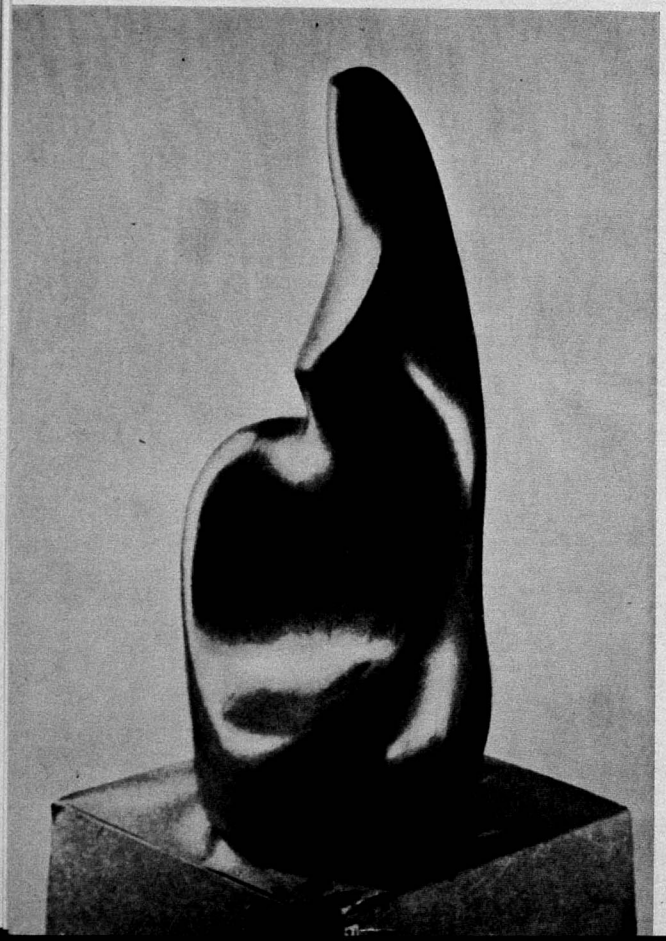

ভাস্কর্যে নবপথের পথিকৃত শংখ চৌধুরী কৃত যে ভাস্কর্যগুলি রসিকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ সফলকাম তাদের মধ্যে বাঁ-দিকের পাতায় মুদ্রিত ভাস্কর্যটির স্থান অগ্রগণ্য—আশা করি এ কথা বলা বাহুল্য নয়।

প্রসারিত হয়। এই প্রসারিত শিল্প-দৃষ্টি দেশ কাল পাত্রের উর্ধে শিল্পকে শিল্প হিসাবে মর্যাদাদানের চিরকালীন সম্পদের ন্যায় আজো তাঁর মধ্যে বিরাজমান।

য়ুরোপ হোতে প্রত্যাবর্তন করার পর বরদা বিশ্ব-বিদ্যালয়-এর ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান পদে দেখা যায় শংখ চৌধুরীকে। ইদানীন্তনকাল পর্যন্ত তিনি ওই পদেই কর্মরত।

উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে দিল্লীর 'ললিতকলা আকাদমি' তাঁকে অগ্রগণ্য শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছেন। উপরন্তু পরের বছর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিল্পীর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর অন্তর্ভূত শিল্প-সম্ভাররাশি ভাস্কর্য-শিল্পী হিসাবে শংখ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার স্বীকৃতি বর্ধনে সফলকাম।

সম্প্রতি শ্রীচৌধুরী সুদূর যুগোশ্লাভিয়ায় আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার সম্মানধন্য। তিনি পুনর্বার য়ুরোপ পরিক্রমণ কোরে স্বদেশে ফিরে এসেছেন।

শংখ চৌধুরীর ভাস্কর্যকলার রূপ ও রীতি প্রসঙ্গে এইটুকুই বলা যায় যে, তা আধুনিক যুগ ও জীবনের নব মূল্যায়নের উৎস থেকে উৎসারিত। একথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা সমীচীন যে, ভারতীয় ভাস্কর্যের চিরায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে এইসব আধুনিক ভাস্কর্যের রূপকার পথিকৃতরা অনেকখানিই বিবিক্ত। শিল্পী ও ভাস্কর রামকিঙ্কর-কৃত সৃষ্টিগুলিকে যেমন কোনো সংকীর্ণ সংজ্ঞা ও গণ্ডীতে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নিরর্থক তেমনি তাঁর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত শংখ চৌধুরীর ভাস্কর্য-কলার পরিণতি স্বীয় মূল্যেই মূল্যবান মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ব্যক্তিজীবনে শংখবাবু আদর্শনিষ্ঠ। যে-কোন প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত কোরতে তিনি অকুণ্ঠিত। তাঁর সমসাময়িক কোনো কোনো শিল্পীকে যখন বিবিধ কর্মে নিয়োজিত হোয়ে আত্মবিক্রয়ে আগ্রহী দেখি তখন শ্রীচৌধুরী কঠিন ক্লেশ বরণ কোরেও আপন শিল্পী সত্তার দেনানি বিসর্জন। সাম্প্রতিক কালের তরুণ শিল্পীরা—যাঁরা এ যুগের ঝঞ্ঝায় অবলুপ্ত হওয়ার দুঃস্বপ্নে 'শিল্প' ছেড়ে পলায়নপর তাঁরা এ-যুগেরই এক অগ্রগণ্য শিল্পীর জীবন ও কর্ম হোতে অনুপ্রেরণা লাভ কোরে পুনশ্চ শিল্পসৃষ্টির উদ্দীপনায় জাগ্রত হবেন।

সুন্দরম্-এর পৃষ্ঠায় শংখ চৌধুরী-কৃত ভাস্কর্যের

কর্মের জটীলতা থেকে মুক্ত কোরে ভাস্কর্যকে পরিস্ফুট করার সার্থকতায় যে কজন ভাস্কর আমাদের দেশে অভিনন্দনধন্য তাঁদের মধ্যে শংখ চৌধুরীর নাম প্রথম সারীতে। ডানদিকের পাতায় শংখ চৌধুরী-কৃত একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি দেখা যাচ্ছে। তলায় কর্মরত ভাস্কর শংখ চৌধুরী।

কয়েকটি প্রতিলিপি—যেগুলি তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ দিক উন্মোচিত কোরেছে তা মুদ্রিত হোল। তাঁর ভাস্কর্য সম্পর্কে সম্যক্ ধারণার জন্য প্রয়োজন ভাস্কর্য-গুলি চাক্ষুষ দেখা। কোলকাতায় যদি একটি প্রদর্শনী করেন তিনি তবেই তা সম্ভবপর। চিত্রকলা প্রদর্শনী বিষয়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেখা গেলেও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর ব্যাপারে তাঁদের অনীহা কেন জানিনা। চিত্র-কলা প্রদর্শনীগুলির অংগন অলঙ্করণের জন্যই যেন ভাস্কর্যের প্রবেশাধিকার মেলে। ভাস্কর্যের রসগ্রহণে বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজকে আরো সচেতন কোরে তুলতে হোলে দেশের অগ্রগণ্য ভাস্করদের মাঝে মাঝে শুধুমাত্র ভাস্কর্য প্রদর্শনী করা অবশ্য প্রয়োজন। এই শহরে শংখ চৌধুরীর একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনী দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

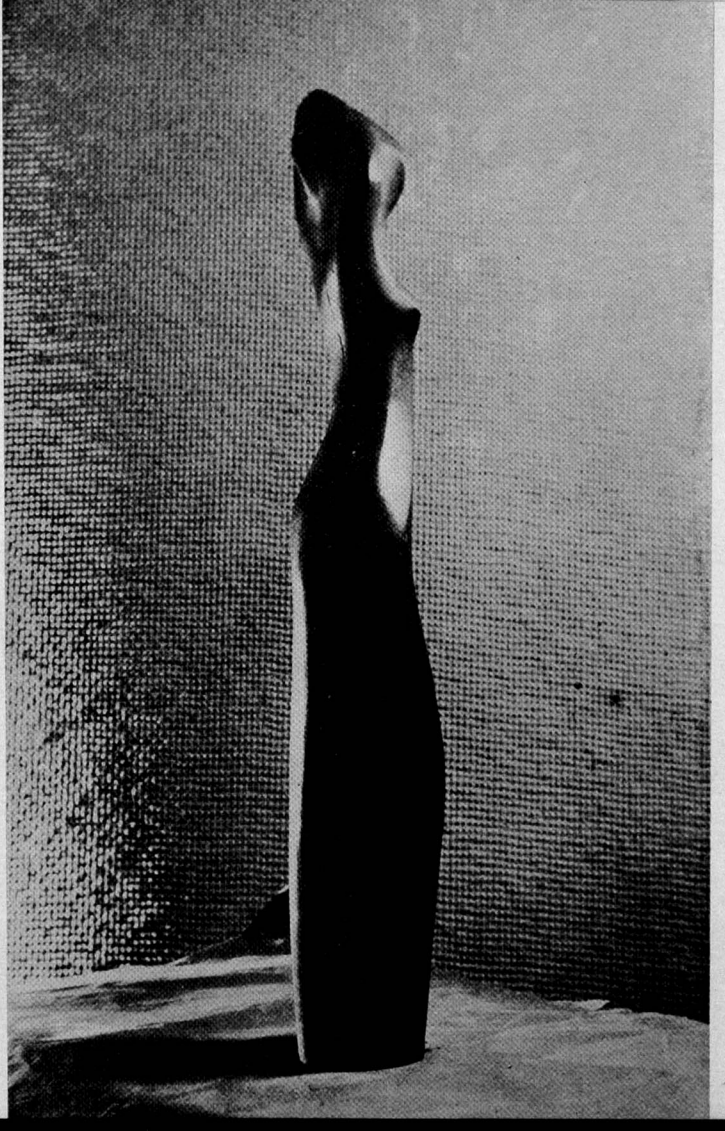

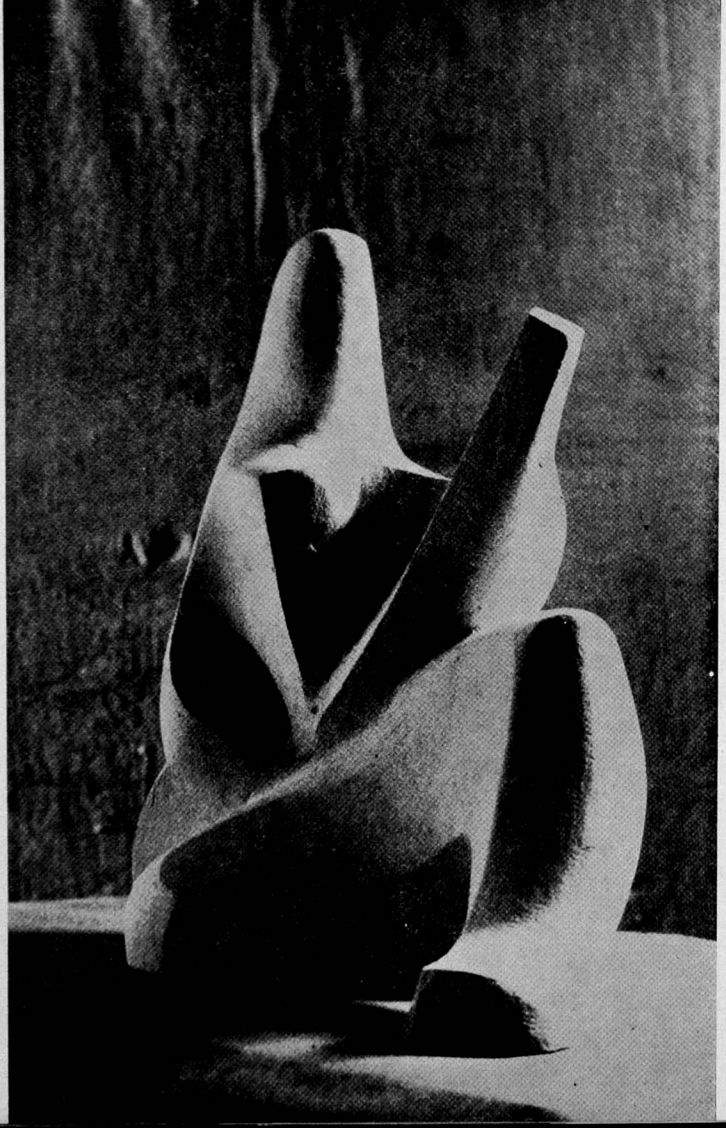

বীণাবাদনরতা।
ভাস্কর শংখ চৌধুরী।

অন্তরীক্ষ অভিযানে অন্তহীন অসীমের স্বর
পরিচিত পৃথিবীর অবয়বে কান পেতে শুনি
শিল্পের বিপ্লব। প্রেমে আস্থা নেই—নৈঃশব্দের দূত
সুনিপুণ দৃশ্যপটে হিজিবিজি এঁকেছে মৃত্যুর
ইজেল। অবিনশ্বর অতীতের শেষ ভাষ্যকার
অজন্তা ইলোরা হয়ে কোনারক সাঁচি খাজুরাহে
শান্তিনিকেতনের ধ্বনি অবনীন্দ্র নন্দলাল স্মৃতি
কতোদূরে শোনা যাবে নন্দনের নীলাভ সংবাদ!
দিন শেষ হয়ে গেছে। গোধূলির জলরঙ তুলি
আঙুলে বাজেনা আর; স্তব্ধ এই উশ্রীর ঝর্ণার
অস্তবেলা সুর জানি তরঙ্গের অস্থির নিঃসীমে
স্তিমিত। দুচোখে স্থির প্রতিবিম্ব বিবর্ণ, ব্যাহত।

তবুও কি জানি এক অনন্তের প্রান্তদেশ ছোঁয়
মৃত্যুর তুলিকে ঘিরে অমৃতের উজ্জ্বল ফ্রেস্কোয়॥

গোবিন্দ গোস্বামী

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শঙ্কর দাশগুপ্ত

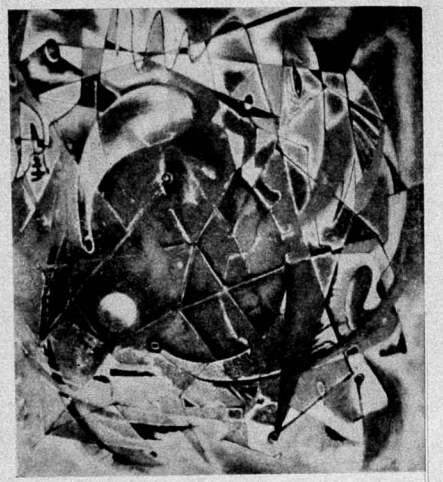

স্পেস স্কেপ : সুধীরঞ্জন ভূষণ।

ডাইনে : শ্যামল দত্ত রায় অঙ্কিত : পরিবার।

নিচে : সনৎ কর অঙ্কিত ছবির নাম : নৈকট্য।

'সোসাইটি অব কন্‌টেম্পরারী আর্টিস্ট্‌স্'-এর প্রদর্শনী ১৯৬১।

যে-যুগে আমরা বাস কোরছি, যে-সমাজে আমরা বাস কোরছি তার প্রতি উদাসীন থাকা আর যার সম্ভব হোক শিল্পীর পক্ষে আদৌ সম্ভব কি? হাজার মানুষের সমান জীবন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন সেই চেতনার স্পন্দন, প্রতিফলন তেমনি সামান্য অনুভূতি সম্বল অল্প-চেতনার অংশীদার 'নগণ্য শিল্পীর ক্ষেত্রেও তা সক্রিয়। অবশ্য কখনো কখনো কোনো 'নিঃসঙ্গতা'র সাধক শিল্পীকে দেখে ধারণা করি—অনুরূপ 'নির্লিপ্ত' হোতে না পারলে বুঝি শিল্পস্বর্গের চাবীকাঠি আমাদের অনায়ত্ত। ধারণাটি বস্তুত ভুল। কেননা সমকালীন (যুগ ও জীবনের) 'চিন্তা, সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত শিল্প-সৃষ্টির ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নিবিষ্ট দর্শক (বা বিচারক) তাদের সে সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না।' 'সমকালীন শিল্পী সংঘ'—এই নামেই যদি কারো ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হয় তবে তিনি কৃপার পাত্র।

শিল্পীদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির একটি হোচ্ছে এই যে, তাঁদের রুচি, মেজাজ ইত্যাদি সদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ঈষৎ অব্যবস্থিত চিত্ততার প্রকাশ না থাকাটাই অস্বাভাবিক। আর এ-কারণেই তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোন মিলন, বন্ধুত্ব ঐক্যবদ্ধ কোরে কোন সংঘ সম্ভবপরতার পরপারে! হোলেও তা ক্ষণিক। ঘাসের উপর শিশিরবিন্দুর ন্যায় অল্পায়ু—অচিরস্থায়ী। পূর্বে 'ক্যালকাটা গ্রুপ', ইদানীং কালের 'সোসাইটি অব কন্‌টেম্পরারী আর্টিস্ট্‌স্', 'ইয়ং আর্টিস্ট্‌স্ সোসাইটি' ইত্যাদি কর্মরত শিল্পী বা 'ওয়ার্কিং আর্টিস্ট্‌স্'-দের নানা সংঘগুলি উপরোক্ত ধারণার অসত্যতা অনেকাংশে প্রমাণিত কোরেছে। গোষ্ঠী বা সংঘের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের দিনেও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

'সোসাইটি অব কন্‌টেম্পরারী আর্টিস্ট্‌স্' তৃতীয় বছরে পদার্পণ কোরল উনিশশো বাষট্টি সালে। ইতি-মধ্যে এই সংস্থা সাধারণ্যে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ কোরেছে। সংস্থার কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর সাফল্য শিল্পরসজ্ঞদের দ্বারা অভিনন্দন ধন্য। সুনীল দাস, অরুণ বসু শিল্পীদ্বয় বর্তমানে য়ুরোপে নিজ নিজ শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারা তথায় প্রভূত পরিচিতি ও সম্মাননা পাওয়ায় শিল্পী নির্বিশেষে সবারই বিশেষ গৌরবের হেতু। এ-ছাড়া এ-সংস্থার অন্যান্য শিল্পী-সদস্যরাও বিভিন্ন একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান কোরে তাঁদের শিল্পোৎকর্ষে-র পরিচয় আমাদের সমক্ষে তুলে ধোরতে সক্ষম।

কয়েকমাস আগে অ্যাকাদমি অব ফাইন আর্টস্ ভবনে 'সোসাইটি অব কন্‌টেম্পরারী আর্টিস্ট্‌স্'-এর দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়েছিল। মোট কুড়িজন

নবীন শিল্পীর চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়। রঙের নির্বাচন, বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা, তুলির টান ও রচনা-কৌশলে অধিকাংশ চিত্রই ছিল প্রাণবন্ত ও মনো-

বাঁদিকে : অরুন্ধতি রায়চৌধুরী-কৃত 'কুমারী'।

ডাইনে নীচে : সুনীল দাস-কৃত 'জুয়াড়ী'।

গ্রাহী। ভাস্কর্য কয়টিও গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে ছিল উচ্চ শ্রেণীর।

সনৎ কর-এর 'নৈকট্য', সুনীল দাস-এর 'জুয়াড়ী', শ্যামল দত্তরায়-এর 'পরিবার', সুধীরঞ্জন ভূষণ-এর 'স্পেস স্কেপ'—নানা বিপরীত মেজাজ ও পরীক্ষার নিদর্শন, তবাচ সেগুলি আমাদের দৃষ্টি ও দৃষ্টির অন্তরালবর্তী সৌন্দর্যমানসকে সুতৃপ্ত করে। অরুণ বোস-এর 'গণহংকার' বাস্তবনিষ্ঠ আধুনিকতার অনুবর্তী। অনিলবরণ সাহার 'মানুষ ও বৃষভে'র সঙ্গে শ্যামল দত্তরায়-এর 'পরিবার'-এর সাদৃশ্য আপাত-দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হোলেও ছবিদুটির বৈশিষ্ট্য অগ্রাহ্য করা যাবে না।

অতিথিসদস্য জাপানী শিল্পীর আঁকা সাতখানি ছবির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষীয়। 'শিব', 'ধ্যানমগ্ন', 'মার্গ-সঙ্গীত', 'বিষ্ণুপদ', 'গঙ্গামাতা' উক্ত ধারাবাহী উচ্চমান-বিশিষ্ট চিত্র নিদর্শন।

উমা সিদ্ধান্তের ভাস্কর্য দেখে বোঝা গেল যে তিনি আধুনিক ভাস্কর্যকলার রূপ ও রীতি অনুধাবন কোরে স্বীয় সৃষ্টি সাধনায় তৎপর। রঘুনাথ সিংহের কাজ তিনটির বলিষ্ঠতা অনস্বীকার্য। এই সংস্থার সদস্য

বাঁদিকে প্রথম ছবি দীপক ব্যানার্জী অংকিত : জানালায় বালিকা।

ডানদিকে নীচের ছবি সুকুমার দত্ত অংকিত : একটি বালিকা।

কুশলী ভাস্কর অজিত চক্রবর্তীর কাজ দেওয়া সম্ভব হয়নি—হয়তো তাঁর বিদেশে কর্মরত থাকা এর কারণ। (পরে 'সোসাইটি'র গ্যালারিতে অজিতবাবুর একক ভাস্কর্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়েছে। সে সম্পর্কে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় আলোচনা করা যেতে পারে।)

পূর্বেই উল্লেখ করা গেছে যে সারা বছরব্যাপী 'সোসাইটি'র শিল্পী সদস্যরা কোলকাতার বিভিন্ন আর্ট গ্যালারী ও ধর্মতলাস্থ নিজস্ব আর্ট গ্যালারীতে একক প্রদর্শনী কোরেছেন ও এখনো তাঁদের সে কার্যক্রম অব্যাহত। সম্ভব হোলে সে-সম্পর্কেও লেখার ইচ্ছা আছে।

ধর্মতলায় অবস্থিত 'সোসাইটি'র নিজস্ব গ্যালারীটি ক্রমেই শিল্পী ও শিল্পরসিকদের আনাগোনায়, আলাপ-গুঞ্জনে মুখরিত।

সমসাময়িক জীবন শিল্পের প্রভাবে অনেকটা সুস্থ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হোতে পারে যদি শিল্পের সঙ্গে আমাদের নৈকট্য সাধিত হয়। শিল্প যদি প্রতিদিনকার জীবনের নানা প্রয়োজনের মতোই অঙ্গীভূত হয় তবেই তা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রদর্শনীগুলির উদ্যোক্তারা কতখানি ব্রতী—তা ভেবে দেখার অবকাশ

সত্যসেবক মুখার্জী
অঙ্কিত পাতাবাহার।

জানদিকের পাতায়
শৈলেন মিত্র
অঙ্কিত : ভক্তবৃন্দ।

এসেছে। 'সোসাইটি'র একটি কর্ম-প্রচেষ্টা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আসবাবপত্রের ন্যায় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া-বাবদ দেওয়ার প্রচলন। এই অভিযান প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফলকাম হোতে পারেনি। কোলকাতার শিল্পরসিক সম্প্রদায়, রুচিসম্মত ব্যবসা কেন্দ্রগুলিকে—এ ব্যাপারে আশু উৎসাহ প্রদর্শন ও সক্রিয় হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।

'সংগীতকলা মন্দির'-এর প্রদর্শনী।

কিছুদিন আগে কোলকাতায় পার্ক স্ট্রীটে আর্টিস্ট্রি হাউসে সমসাময়িক কয়েকজন রাজস্থানী শিল্পীর একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হোয়েছিল।

ভুরসিং শেখাবৎ, কেশবদেও আগরওয়াল, প্রীতমলাল শর্মা, জে. পি, শারদা প্রমুখ শিল্পীরা উক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

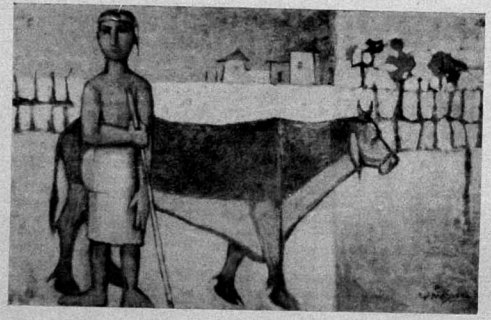

অনিলবরণ সাহা-কৃত
একটি চিত্র।
নাম : মানুষ ও ষাঁড়।

চিত্রসমূহ দর্শনমাত্রেই বোধগম্য হয় রাজস্থানী মিনিয়েচার পেণ্টিং-এর মনোরম সৌন্দর্য নিকেতনে শিল্পীদের নয়ন মন সমর্পিত। তাই বোলে তাঁরা অনুকারকে পর্যবসিত হননি—নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠায় সার্থক।

মনোবিজ্ঞানের ছাত্র জি, পি, শারদা-র 'দোষী মন', 'মৃত্যুর স্বপ্ন', 'গভীর গহনে', 'অচেতনার সূত্র' প্রভৃতি ছবিতে প্রতীকি রূপায়ণ বিশেষ মনোযোগের সহিত দ্রষ্টব্য। এঁদের পরবর্তী সৃষ্টি সম্পর্কে সবাই উৎসুক।

'ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি'-র প্রদর্শনী।

সদ্যগঠিত হোয়েছে তরুণ শিল্পীদের নিয়ে আর একটি সংস্থা : 'ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি।' তরুণ মনের সজীবতায় ক্ষয়িষ্ণু শিল্প-চেতনার ক্ষেত্রে 'নূতনে'র জয়-ধ্বজা উড্ডীন করাই এঁদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ। আধুনিক ও চিরায়ত শিল্প সম্পর্কে আলোচনা ও তার

কোথাও কখনো। অনিতা রায়চৌধুরী।

ভাস্কর্য। উমা সিন্ধান্ত।

তুলনা, প্রদর্শনী, আর্ট-জর্নাল প্রকাশন ইত্যাদি 'সোসাইটি'র বহুমুখী কর্ম-পরিকল্পনার কথা অবগত হওয়া গেল।

সংস্থার প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়েছিল উনিশশো একষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

উনিশশো বাষট্টির সেপ্টেম্বরে এ'দের দ্বিতীয় প্রদর্শনী দেখে এই ধারণাই হোল যে, বিখ্যাত দেশী ও বিদেশী শিল্পীদের অনুপ্রেরণা অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া আর তাঁদের সৃষ্টির অনুকরণ—দুটির পার্থক্য নিরূপনের অক্ষমতায় অনেক শক্তিমান শিল্পীই বিপর্যস্ত।

অনিমেষ নন্দী, মানবেন্দ্র বড়ুয়া, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যদেব মিত্রের কাজগুলি তাঁদের বিশেষ ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন কোরে এনেছে।

আশা করা যায়, ভবিষ্যতে 'ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি'র সদস্য শিল্পীরা নিজ নিজ সাধনায় আত্মস্থ হোয়ে অচিরাৎ আত্মপ্রকাশ কোরবেন।

প্রথম বছরের প্রদর্শনীর সময় ফুটপাতে প্রদর্শনী করা তথা জনসাধারণের মধ্যে শিল্পানুরাগ বৃদ্ধি করায় আগুয়ান হবেন—এই কথা জানিয়েছিলেন সংস্থার সদস্যবৃন্দ। বলা বাহুল্য, অভিনন্দনযোগ্য পরিকল্পনা।

দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপরে উঠে এই সংস্থা স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি সংস্থা হিসাবে সকলের অভিনন্দন লাভে অগ্রণী হোক—পরিশেষে এইটুকুই আমাদের বক্তব্য রইল সংস্থার উদ্যোগী ও পরিচালক মন্ডলীর কাছে।

বাঁদিকে : বয়নরতা শ্যামশ্রী ঘোষ অঙ্কিত একটি ছবি।

নীচে : গণকার। অরুণ বোস অঙ্কিত একটি ছবি।

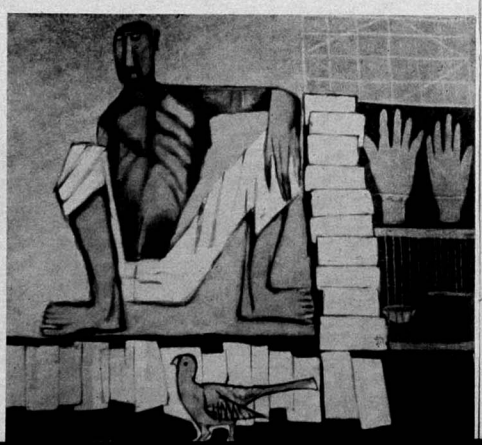

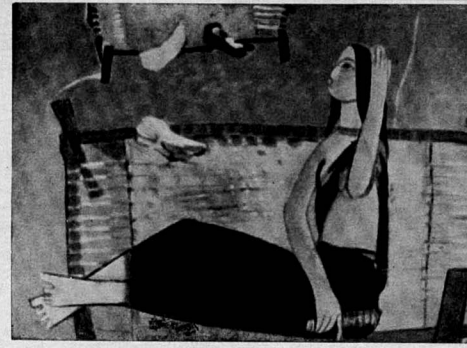

ডানদিকে সুহাস রায়-কৃত প্রসাধনরতা।

নীচে বারীন রায়-কৃত অপরিবর্তিত চিত্র।

পাঁচজন শিল্পীর মিলিত প্রদর্শনী।

অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, সজল রায়, যোগেন চৌধুরী—এই পাঁচজন শিল্পীর একক প্রদর্শনী 'আলিয়াস ফাঁসে দ কালকুতা'য় অনুষ্ঠিত হোয়েছিল। সুবলচন্দ্র সাহা ভাস্কর অপর চারজন চিত্রশিল্পী। 'স্টুডিও গ্রুপে'র সদস্য এ'রা।

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ছ'খানি ছবির মধ্যে 'মানুষ ও তার বাহিরের চেহারা' ছবিটি রসোত্তীর্ণ রূপায়ণ।

সজল রায়ের সাতখানি ছবিই আবেগে সন্তপ্ত। 'জীবন সংগ্রাম', 'সংকল্প', 'চাঁদু ও বিধবা' চিত্র কয়টি দর্শনমাত্রে সেকথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। জগৎ ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধ, শিল্পী—তা যে কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেই পরম সম্পদ। জগৎ ও জীবন তথা মানুষের প্রতি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের ব্যঞ্জনারই আধিক্য দেখি সাম্প্রতিক কালের রূপদক্ষের তির্যক দৃষ্টিতে।

যোগেন রায়চৌধুরী ও সুবীর সেনের ছবিতে দেখা গেল বিমূর্ত রীতির পরীক্ষা-প্রয়াস।

সুবলচন্দ্র সাহার আটখানি ভাস্কর্য এ প্রদর্শনীতে গৃহীত হোয়েছিল। পাথরে খোদাই-করণ ব্যতীত পোড়া মাটির মূর্তি নির্মাণেও তাঁর প্রতিভা পরিণতির পথ অনুসন্ধান কোরছে। বাংলা দেশের পোড়া মাটির মূর্তির অমর ঐতিহ্য-ই হয়তো-বা তাঁকে এ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

সংহত ও সুষম শিল্প-চেতনায় সমৃদ্ধ একদা এই শিল্পী গোষ্ঠী মহত্তর পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে—প্রদর্শনী দেখার পর এই কথাই মনে হোল।

শান্তিনিকেতনের ভাস্কর্য বিভাগে কর্মরতা ছাত্রীবৃন্দ।

নিজস্ব সংবাদদাতা

ললিতকলা আকাদমির সাম্প্রতিক প্রকাশনা।

ললিতকলা আকাদমির অভিনন্দনযোগ্য একটি পরিকল্পনা : ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের উপর পৃথক পৃথকভাবে নাম-মাত্র মূল্যে পুস্তক প্রকাশ। এই পুস্তকগুলি ভারতে এবং ভারতের বাইরে এতদ্দেশীয় শিল্পীদের সহিত পরিচয়-সাধনের সেতু হিসাবে ব্যবহৃত হোতে পারবে। অধিকন্তু রসগ্রাহী ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি পৃথিবীর সাম্প্রতিক চিত্র ও ভাস্কর্যকলার গতিপ্রকৃতির মাঝে ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্যের স্থান কোথায় ও কেমন ভাবে অবস্থান কোরছে তারও কিছুটা অনুমান কোরতে পারবেন। এই সিরিজ-এর নাম : কন্‌টেম্পরারী ইণ্ডিয়ান আর্ট সিরিজ।

উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যে রবি বর্মা, চাভদা, হেব্বার প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীদের উপর পৃথক পৃথক পুস্তক প্রকাশিত হোয়েছে। সম্প্রতি ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত-র উপর একটি পুস্তক প্রকাশিত হোয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও শিল্প-সমালোচক বিষ্ণু দে মহাশয়। প্রদোষবাবুর ভাস্কর্যের প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী ভূমিকাটি পাঠের পর দেখা যাবে দাশগুপ্ত-কৃত ভাস্কর্যের প্রতিলিপি। ভাস্কর্যে রূপ-সৃষ্টির খসড়া হিসাবে কতকগুলি স্কেচও এ-গ্রন্থের অন্তর্ভূত। কোলকাতাস্থ বিখ্যাত মুদ্রক লালচাঁদ রায় অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্তৃক অত্যন্ত সুমুদ্রিত এই পুস্তক যে-কোনো শিল্প-রসিকের কাছে অতীব চিত্তাকর্ষক লাগবে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ললিতকলা আকাদমির পরবর্তী প্রকাশনাগুলিও ঘোষিত হোয়েছে। তালিকায় আছেন—রামকিঙ্কর, হোসেন, পাণিকর, কারমারকর।

(প্রদোষ দাশগুপ্ত-র ভাস্কর্য বিষয়ে যাঁরা অধিকতর আগ্রহী তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই—কয়েক বছর পূর্বে প্রদোষবাবু ইংরাজীতে 'মাই স্কাল্পচার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা কোরেছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁর স্বীয় ভাস্কর্য বিষয়ে বক্তব্য ও ব্যাখ্যান সন্নিবেশিত।)

ললিতকলা-র নিকট পরিশেষে আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে : চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের সম্পর্কে গ্রন্থগুলি প্রকাশের পূর্বে তাঁদের ঐতিহাসিক ক্রমান্বয় বিচার করা হোয়েছিল কি? রবি বর্মা তারপরই বেন্দ্রে কিম্বা রামকিঙ্কর, হুসেন, পানিকর, প্রদোষ, কারমারকর কেমন পারম্পর্যহীন নয় কি? এখনো এ-ব্যাপারে ললিতকলা-র ভেবে দেখবার অবকাশ আছে।

ওয়ার্ল্ড উইন্‌ডো : শিল্পবিষয়ক পত্রিকা।

ওয়ার্ল্ড উইন্‌ডো—শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীশুভা সেন সম্পাদিত ইংরাজীতে প্রকাশিত চারুকলা বিষয়ক এই পত্রিকা। ত্রৈমাসিক। প্রথম বছরের তৃতীয় সংখ্যা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়-এর শিল্পকলার উপর বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হোয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, খগেন দে সরকার, সত্যজিৎ রায়, কানাই সামন্ত, পণ্ডানন মণ্ডল, আনন্দকুমার স্বামী, সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী, ও, সি, গাঙ্গুলি, নিরোদ সি, চৌধুরী, বিনোদবিহারী, এলমহার্স্ট, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ গুণী ও সুধীজনের লেখায় সমৃদ্ধ এই বিশেষ সংখ্যা। এ-ছাড়া বসু মহাশয়-এর কয়েকটি রেখা-চিত্র (সাম্প্রতিক ও পুরোনো), রঙিন চিত্রের প্রতিলিপি পত্রিকাটির গৌরব বর্ধন কোরেছে।

সুরেন দে শিল্পাচার্যের ভাস্কর্য প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে মূল্যবান মন্তব্য কোরেছেন। তিনি লিখেছেন : তাঁর আকৃতি চিত্রণ ভাস্কর্য গুণ-সমন্বিত। 'সিংহলে সংঘমিত্রার যাত্রা', দুর্গার রেখাচিত্র, 'চিত্রাঙ্গদা', 'স্বপ্ন-সম্ভব', 'নটীর পূজা' প্রভৃতি চিত্রসমূহ কোনো রকম পরিবর্তন না কোরেই ভাস্কর্য-মাধ্যমে রূপায়ণ সম্ভব-পর। হরিপুরা কংগ্রেসের চিত্রায়ণ, বৃক্ষ রোপণ উৎসব, 'বীণাপাণি', 'কৃষ্ণের ননীচুরি'—বা-রিলিফে রূপদান কোরতে পারেন দক্ষ ভাস্কর। (স্মরণ থাকতে পারে, বিখ্যাত ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী শিল্পাচার্যের উক্ত ধারাবাহী কতকগুলি চিত্র বা-রিলিফে রূপায়িত কোরেছিলেন প্রথম জীবনে।)

তাঁর শিল্পসম্ভারের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভাস্কর্য-গুণ সমন্বিত হওয়ার কারণ, বোধকরি তাঁর অবচেতন মনে ভাস্কর্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। রামকিঙ্কর বেইজ মহাশয়-এর কাছে শিল্পাচার্য একদা বোলেছিলেন শোনা যায়—দ্বিতীয় জীবনে শিল্পী হোয়ে জন্ম হয় যদি ভাস্কর্যকেই বেছে নেবেন তিনি রূপসৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে। রঙ, তুলি ব্যবহারের মতো মাটি এবং পাথরের ব্যবহারে সমপরিমাণ দক্ষতা ছিল আচার্যের। একথার তাৎপর্য বোঝা যাবে তাঁর ছিন্ন কাগজের টুকরো দিয়ে সৃষ্ট নানারূপ 'রূপ'-এর ইশারা-গুলি লক্ষ্য কোরলে। শিল্পাচার্য নির্মিত ব্রোঞ্জে 'নটীর মূর্তি' যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করেন, ভারতীয় ভাস্কর্যকলার ইতিহাসে এ মূর্তির স্থান বিশেষ সম্মানের। 'ওয়ার্ল্ড উইন্‌ডো' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যাটিও বিষয় গৌরবে উল্লেখ্য। রামকিঙ্কর-এর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক প্রদর্শনী সম্পর্কে লিখেছেন শ্রী কে, দাস। 'হস্তশিল্পের ভবিষ্যৎ'—শিল্পী বিনোদ-বিহারীর আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য সংখ্যাগুলি সম্পর্কে লেখার ইচ্ছা রইল ভবিষ্যতে।

আশা করা যায়, চারুকলা বিষয়ক এই পত্রিকা পাঠক সমাজের সমাদর ও সহানুভূতি আকর্ষণে বিশেষ সফল-কাম হোয়ে উঠবে উত্তরোত্তর।

যামিনীকান্ত সেন রচিত: দি নিউ ইণ্ডিয়া স্কাল্পচার।

জানা গেল সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যামিনীকান্ত সেন রচিত 'দি নিউ ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার' নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ক্রয় কোরেছেন। নব ভারতের ভাস্কর্য বিষয়ে সেন মহাশয়-এর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়-সাধনের জন্য বিশ্বভারতী সমাজ সাগ্রহী। তাঁর বাংলায় লিখিত শিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধাদির সঙ্গে কারো কারো পরিচয় থাকা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে যেরূপ শৈথিল্য বা দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়েছেন, আশা করি, উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ-কালে সেরূপ

দীর্ঘসূত্রতা দেখাবেন না।

ভারতীয় শিল্পীর সম্মান।

বেলজিয়ামের অন্তর্গত ওস্টেন্ড নামক স্থানে আন্তঃ ইউরোপীয় চিত্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ-বছর ভারতীয় শিল্পী অবিনাশচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার কোরে অর্জন কোরেছেন স্বর্ণপদক। একত্রিশ বৎসর বয়স্ক এই শিল্পীর জন্ম হোয়েছিল সিমলায়। আট বছর আগে ভারতীয় ললিতকলা আকাদমির পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে অবিনাশচন্দ্র লন্ডনবাসী। বিদেশে ভারতীয় শিল্পীর সম্মানে আমরাও গৌরব অনুভব করি।

নোবেল পুরস্কার (সাহিত্যে) : ১৯৬২

উনিশশো বাষট্টি সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোয়েছে আমেরিকার ঔপন্যাসিক জন স্টেন বেক-কে। স্টেন বেক রচিত নানা উপন্যাসের মধ্যে 'গ্রেপস অব রাথ', 'অব মাইস অ্যান্ড মেন' পাঠক সমাজের কাছ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন লাভ কোরেছে। স্টেন বেক সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে যে জীবন-সত্যের প্রকাশ তা পৃথিবীর যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর যোগ্য।

দর্শক : সাপ্তাহিক কলা-পত্রিকা।

দর্শক—বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কলা-বিষয়ক পত্রিকাটি সাপ্তাহিক। পরিচালক : রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। দপ্তরের ঠিকানা : ৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট।

সাধারণ সংখ্যা ছাড়া এঁরা মাঝে মাঝে শিল্পকলার বিশেষ একটি বিভাগ নিয়ে 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ কোরে থাকেন। 'স্থাপত্য' সম্পর্কে 'বিশেষ সংখ্যায় স্বদেশ ও বিদেশের স্থাপত্য আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রবন্ধরাজি মূল্যবান। কোন এক সংখ্যায় ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বিষয়ে এঁদের প্রস্তাবটি বিবেচনা সাপেক্ষ।...'শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, শিক্ষায়তনে, বিদ্যালয়ে, হাটে বাজারে, নিয়মিত প্রদর্শনী হাজির করতে হবে।...এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করে চরম সাফল্য অর্জন করেছেন ভার্জিনিয়া সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম চালু হয় ভ্রাম্যমাণ চিত্র প্রদর্শনী। ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী গিয়ে হাজির হয় নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট স্থানে। সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় অসাধারণ শিল্পবস্তু। বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টার উপদেশে সম্ভব হয় এসব মহৎ কীর্তির মূল্যায়ন। যথাযোগ্য আলোকসম্পাতে, অবস্থা অনুযায়ী চিত্র বিন্যাসে, সবার উপরে স্থান-কাল-পাত্রের বাধা পেরিয়ে আজকে এঁরা সফল করেছেন সাধারণে অনাস্বাদিত শিল্পরস পরিবেশন।'

পোলা গগাঁর মৃত্যু।

ফরাসী ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পী পল গগাঁর পুত্র পোলা গগাঁ মারা গিয়েছেন কোপেনহেগেন-এ। বিখ্যাত এক চিত্রীর পুত্র ছাড়াও শিল্প-সমালোচক ও গ্রন্থকার হিসাবেও তাঁর পরিচয়। চিত্রী হিসাবেও বিশেষ খ্যাতির অধিকারী।

রামকিঙ্করের সাম্প্রতিক ভাস্কর্য।

ভারতের যে কজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের নাম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের নামের মাঝে উচ্চারিত হয় তাঁদের একজনের নাম : রামকিঙ্কর বেইজ।

উনিশশো পঁচিশ সালে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য নন্দলালের কাছে শিক্ষনবিসির জন্য নিয়ে আসেন। তারপর থেকে এযাবৎকাল রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনের 'কলা-ভবনে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

উনিশশো পঁয়ত্রিশ থেকে উনিশশো চল্লিশ—এই পাঁচবছর তাঁর জীবনের ফলপ্রসূ অধ্যায়। 'সুজাতা' 'সাঁওতাল পরিবার' প্রভৃতি বিশিষ্ট সৃষ্টিগুলি এই সময়কার।

কয়েকমাস পূর্বে কোলকাতার আর্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে আর্টিস্ট্স হাউসে অনুষ্ঠিত হোয়েছিল রামকিঙ্করের চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।

রামকিঙ্কর অদ্যাবধি সৃষ্টি সাধনায় নিরলস। তাঁর অধুনাতন একটি ভাস্কর্য : কাক ও কোকিলের ছানা। ভাস্কর্যটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই এটি একটি অনবদ্য শিল্পরচনা বোলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বাস্তবনিষ্ঠ অথচ অপূর্ব রসঘন এমন কাজ খুব কমই দেখা যায়।

আলাউদ্দীন শতবার্ষিকী।

আমাদের অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ব যে বিখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ এখনো আমাদের মাঝে জীবিত রয়েছেন। কেবলমাত্র অস্তিত্বটুকু নিয়ে বেঁচে আছেন তা-ই নয়, শিল্পী হিসাবেও সৃষ্টিসাধনায় তন্ময় হোয়ে বেঁচে আছেন। কিছুদিন আগে একশো বছর পূর্ণ হোল তাঁর। এই পুণ্য শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পীর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

তাঁর জীবনের কথা তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক : 'ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক ছিল। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সাধুসন্তরা একতারা বাজিয়ে ভজন গাইত, তাদের কাছে বসেই রাত কাটিয়ে দিতাম। একটু বড় হতেই মনে হল, কলকাতা শহরে গেলেই আমি গান গাইতে শিখব, গুরু সেখানেই মিলবে। একদিন বাড়ীতে না বলে কয়ে পালিয়ে গেলাম। কিন্তু কলকাতা শহরে কে দেবে আমাকে ঠাঁই! কে দেবে আমাকে দুমুঠো ভাত। এমন দিনও গেছে শুধু গঙ্গার জল আঁজলা করে খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই মিটিয়েছি। রাত্রে শুয়ে থাকতাম একজনার রকে। তারপর তিনিই দয়াপরবশ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁর কাছে থেকে গান শিখতাম।

অন্তরের সঙ্গীত পিপাসা তখন তীব্র হয়ে উঠেছে, গুরু খুঁজতে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম বিদেশে। ঘুরতে হল অনেক। শেষে গুরুকে পেলাম রামপুর নবাবের দরবারে। ঠিক করলাম তাঁর কাছেই যন্ত্র শিখব। ...ওঁকে গুরু রূপে পাওয়ার জন্যে আমাকে কম কষ্ট করতে হয়নি। নবাবসাহেবের মতই রাজার হালে উনি থাকতেন। দরবারী ঠাঁটে বসে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। আর আমি ভিখারীর মত দরজার বাইরে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতাম। তিনি আমার দিকে ফিরেও তাকাতেন না। শেষে একদিন এক তোলা আফিং সঙ্গে নিয়ে গেছি—স্থির করেছি আজ যদি গুরু কৃপা না করেন তাহলে আত্মহত্যা করব। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন হল সেইদিনই, গুরু আমার স্বীকার করবেন।'

আজ দুঃখময় সংগ্রাম সঙ্কুল সেই দিনগুলি অতীতের বস্তু। প্রকৃত শিল্পী হওয়ার বাসনা থাকলে এইরকম দুঃখ ও সংগ্রামের অগ্নিগতে বিশুদ্ধ হওয়ার শক্তি থাকা চাই—সুর ভিখারী যন্ত্রসঙ্গীতের মহান শিল্পী আলা-উদ্দীন খাঁ-র জীবন থেকে এই শিক্ষাই যেন গ্রহণ করি।

জাতীয় সঞ্চয় সমাবেশ করতে সাহায্য করুন
স্বেচ্ছাসেবক এজেন্ট হিসেবে কাজ করুন

আপনি যে কাজই করুন না কেন, সঞ্চয়ের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বর্তমান সংকটে দেশকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারেন।

দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সঞ্চয় অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই সঞ্চয় সংগ্রহ করতে আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে এতে আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করা সম্পর্কে আপনার সংকল্পের দৃঢ়তাই প্রমাণিত হবে।

সঞ্চয় করে তা সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে লগ্নী করতে দেশের সব জায়গায় জনগণই বর্তমানে যতখানি ইচ্ছুক এর আগে তেমন আর দেখা যায়নি। আপনি এঁদের নিয়মিত সঞ্চয়ে এবং এঁদের সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

আপনি যদি ১৮ বছরের উর্ধ্ববয়স্ক হ'ন তাহলে সরকার আপনাকে, জনগণের সঞ্চয়, জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে জমা দেওয়ার অধিকার দেবেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্সির জন্য অবিলম্বে তহশিলদার/কালেক্টরের কাছে আবেদন করুন। আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আপনাকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। আপনি যাতে আপনার প্রতিবেশীগণের কাছ থেকে, আপনার বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও অন্যানাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে'

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট
প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট
এ্যানুইটি সার্টিফিকেটগুলিতে

লগ্নী করতে সমর্থ হন সেজন্য আপনাকে রসিদ বই দেওয়া হবে।

বিক্রীত সার্টিফিকেটগুলির ওপর আপনি কমিশন পাবেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ওপর ১½%
প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট ও এ্যানুইটি সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ওপর ১%

আপনি ইচ্ছে করলে আপনার সম্পূর্ণ কমিশন বা এর অংশ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে পারেন। আপনি যদি বিনা কমিশনে কাজ করতে চান্ তাহলে অনুগ্রহ করে কালেক্টারকে সেই মর্মে জানিয়ে দিন।

আপনার এজেন্সি তিনটি উপকার করবে। আমাদের প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আপনি নতুন সঞ্চয় নিয়ে আসবেন; কমিশনের আয় জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল পূর্ণ করবে; আপনি মিতব্যয়িতার অভ্যাস গড়ে তুলতে ও দ্রব্যমূল্য নিম্নাভিমুখী রাখতে সাহায্য করবেন।

ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা
শক্তিশালী করুন
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

নিয়মাবলী

(সুন্দরম্-এর এজেন্ট ও গ্রাহকদের জন্য)

এজেন্টদের জন্য

(ক) তিন কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টরা তিন কপি নিলে শতকরা ২৫ টাকা কমিশন।

(খ) ভি, পি এবং ডাক-খরচ লাগে না। কিন্তু আমাদের সুন্দরম্-এর অফিস থেকে প্রেরিত ভি, পি ফেরৎ এলে সেই এজেন্ট-এর নিকট থেকে ডিপোজিট না পাওয়া অব্দি পুনর্বার ভি, পি, পাঠানো হয় না।

(গ) কোলকাতায় একসঙ্গে ১০০ কপি নিলে শতকরা ৩৩ টাকা কমিশন ও কোলকাতার বাইরে একসঙ্গে ৫০ কপি নিলে শতকরা ৩৩ টাকা কমিশন।

বার্ষিক ও ষান্মাসিক গ্রাহকদের জন্য

(ক) অগ্রিম বার্ষিক ১৬ টাকা দিলে বিশেষ সংখ্যা ও সাধারণ সংখ্যা সহ মোট ১২টি সংখ্যা পাবেন। বিশেষ সংখ্যার অতিরিক্ত দাম বার্ষিক গ্রাহকদের দিতে হবে না।

(খ) বার্ষিক গ্রাহকের নিকট প্রতি সংখ্যা পোষ্টাল সার্টিফিকেট মারফৎ পাঠানো হয়। তার খরচ লাগে না। গ্রাহকরা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে খোঁজ নেবেন। রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠাতে হোলে এক বছরের জন্য অতিরিক্ত টা ৮·৫২ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়।

(গ) ষান্মাসিক গ্রাহকদের ৯ টাকা লাগবে। পর পর ৬টি সংখ্যা পাওয়া যাবে। পোষ্টাল সার্টিফিকেটের ব্যয় নির্বাহ করি আমরা। রেজিষ্ট্রির জন্য অগ্রিম টা ৪·২৫ নঃ পঃ দেয়।

সুন্দরম্-অফিসের ঠিকানা
৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স,
৭ নং চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩
টেলিফোন : ২৩-৯৭৭৭

SUVAM

AN ENGLISH QUARTERLY

The Organ of Indian Art and Artists

Published

Under the Management of 'SUNDARAM'

Contributions from eminent artists and art critics.

Innumerable multi-coloured illustrations.

Printed on the best quality of imported art paper.

Office :

6-A, Satchindananda Chambers.

7 Chowringhee Road

CALCUTTA-13

Telephone : 23-9777

Once upon a time in ancient Hindusthan...

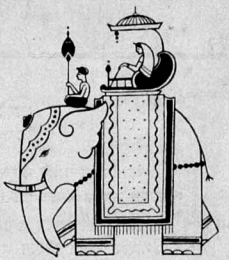

Thus begin the tales, heard at mother's knee,
conjuring up visions of kings and queens,
dressed in fine silk robes of exquisite designs,
riding out to breath-taking adventures on elephants
decorated with gay silk trappings. These
animal and human figures form part of the rich
storehouse of traditional Indian textile designs,
now being adapted by Priya Gopal Bishoyi
to suit the needs of modern taste.

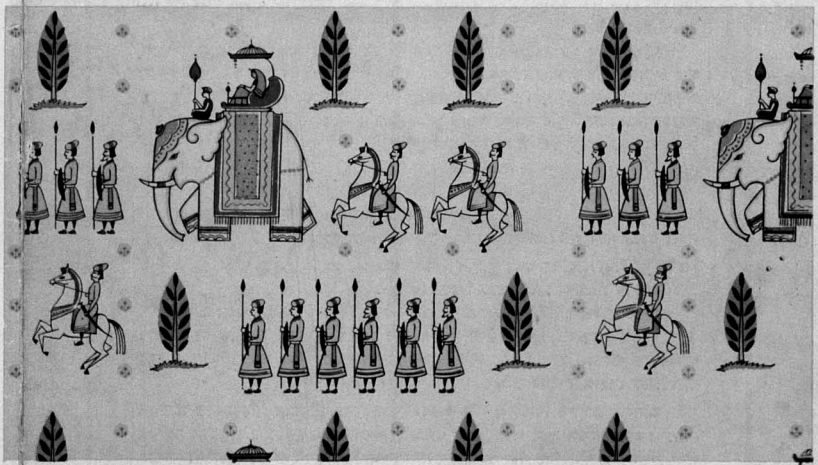

PRIYA GOPAL BISHOYI

ESTABLISHED IN 1862

Pioneer silk manufacturers of Bengal, originators of new and attractive designs and suppliers to all leading textile dealers.

70, KHENGRAPATTY STREET, CALCUTTA 7

Phone : 33-6402 Gram : RUMALIST

সুন্দরম্ মাসিক পত্র। সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড ৭/১ গ্রান্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দপ্তরের টেলিফোন : ২৩-৯৭৭৭

Missing Issues
Sundaram

The issues after 7th yr, no. 3, 1369 B.S.

(1962)